নববর্ষের বাণী

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব প্রণীত

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

ওঁ

নববর্ষের বাণী

—:•:—

একটী নির্দ্দিষ্টভাবে আমি তোমাদের সেবা করিতে চাহি না। সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতে চাই। আমার তপশ্চর্য্যা শুধু তারই জন্য।

(১লা বৈশাখ, ১৩৩৭)

দুরন্ত দুঃখের মধ্যে চূড়ান্ত সুখকে আস্বাদনের বিদ্যাই আমি তোমাদের দিতে চাই। দুঃখকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া নহে, দুঃখকে সার্থক করিবারই আমার সাধনা।

(১লা বৈশাখ, ১৩৩৮)

ততক্ষণ আসক্তি দুঃখের মূল, যতক্ষণ তাহা সীমার চড়ায় ঠেকিয়া থাকে। অনন্ত সাগর-বক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে তাহাকে খেলিয়া বেড়াইতে দাও। তখন আসক্তিই তোমাকে অনাসক্ত করিবে। অসীম আসক্তিরই নাম বন্ধন-মুক্তি, অনন্ত ভালবাসারই নাম মহানির্ব্বাণ।

(১লা বৈশাখ, ১৩৩৯)

ইহকাল এবং পরকাল উভয়কেই সরল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর। ইহাই তোমাকে সবলতা দিবে। সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ লক্ষ্যে বিবেকের অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ দেখিতে চেষ্টা কর। সর্ব্বশাস্ত্র যেখানে সন্দিগ্ধ, বিবেক সেখানেও নিত্যপ্রত্যয়ী।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪০)

জীবন মৃত্যুরই রূপান্তর। মৃত্যু জীবনেরই দিগন্তর। নিজেকে জীবন-মৃত্যুর ঊর্দ্ধে স্থাপন কর।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪১)

উত্থান ও পতন প্রকৃত প্রস্তাবে এক বস্তুরই দুই নাম। অভ্যুদয়ে উল্লসিত হইও না, আরও উঠিতে চেষ্টা কর। পদস্খলনে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িও না, আবার উঠিতে লাগিয়া যাও। একলক্ষ্যে উদ্যত থাক। উদ্যমই জীবনের চিহ্ন,—উত্থান বা পতন নহে।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪২)

দুর্ব্বলতার সহিত আপোষ করিও না। বিবেক যাহাকে পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, কাহারও অনুরোধেই তাহাকে পুণ্য বলিয়া মানিয়া লইও না। নির্ম্মল আত্ম-প্রসাদই পুণ্যের নিরীক্ষক ও পরীক্ষক।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪৩)

যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছ, সে তোমাকে বঞ্চনা করিবে। যাহাকে ঘৃণা করিয়াছ, সে তোমাকে ঘৃণা করিবে। "বঞ্চনা করিব না, ঘৃণা করিব না",—এই প্রতিজ্ঞা কর। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য জীবন পণ কর।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪৪)

ক্ষুদ্রের মধ্যেও অতি বৃহৎ মহত্ত্ব আছে। দুর্ব্বলের মধ্যেও অপরিদৃষ্ট বল রহিয়াছে। চেন না বলিয়াই কণাকে 'কণা' বলিয়া উপেক্ষা কর। জান না বলিয়াই ছোটকে 'ছোট' বলিয়া গালি দাও। কণাকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির প্রতীক বলিয়া, ছোটকে পুরুষোত্তমের জাগ্রত বিগ্রহ বলিয়া পূজা কর। বিশ্বের মুক্তি ইহার ভিতরে রহিয়াছে।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪৫)

নববর্ষের বাণী

অচেনা অমৃত অপেক্ষা চেনা বিষ মানুষ অধিকতর নিঃসঙ্কোচে পান করে। ঘরে ঘরে যাইয়া অমৃতের বাণী বিলাও। চিনুক সর্ব্বজাতি সর্ব্বদেশ পরমমহামৃত শ্রীভগবানকে। একবার চেনা-জানা হইলে কে কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে?

(১লা বৈশাখ, ১৩৪৬)

"জীবন দুঃখময়"—বৃথাই কাঁদিছ রে—দুঃখেরে সার্থক কর;
সবারে বিলায়ে প্রেম হৃদয়-মন ভ'রে—সবার বেদনা-রাশি হর।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪৭)

ফুটাও অন্ধ আঁখি—জাগাও সুপ্ত প্রাণ,
বধির পুত্তলিকা—শুনুক তোমার গান,
মরুর শুষ্ক বুকে—বহাও প্রেমের বান,
তবেই সফল হবে—সকল আত্মদান।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪৮)

লক্ষ্য হোক্ ঈশ্বরের প্রীতি,—জীবে সেবা তাহার সাধন;
সেবারে রাখিতে নিষ্কলুষ—স্বার্থহীন কর তনুমন,
বিশ্বের সবার স্বার্থ-মাঝে—নিজস্বার্থ কর নিমজ্জন,
সবার আনন্দ হৃদি-তলে—নিজ তৃপ্তি কর আস্বাদন।
লক্ষ্যহীন অন্ধ যাত্রি-দলে—লক্ষ্য দিয়া করহ আপন,
আত্মারে আত্মার বলি দিয়া—হোক্ তব আত্ম-প্রসারণ।

(১লা বৈশাখ, ১৩৪৯)

নিরাশ্রয়, আর্ত্ত, দুঃখী, কোথায় ছুঁইলে ওঠে কাঁদি'
কর অন্বেষণ তার। সেইখানে বাঁধ তব ঘর,

তাহার বেদনা মাঝে আপনা বেদনা-বোধ বাঁধি'
তার সাথে তব প্রেম করহ রচনা অনশ্বর।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫০)

সকলে কাঁদিছে, সকলে হাসিছে, আপন স্বার্থ-নাশনে কিম্বা লাভে,
তুমি কাঁদ আর হাস শুধু যত ব্যথিত-বেদন-বিদূরণ-মহাভাবে।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫১)

জীবনের পরম পরিপূর্ণতা জীবনের চরম আত্মোৎসর্গে। উৎসর্গ ই পরিপূর্ণ ভোগ, আত্মবঞ্চনা ইহা নহে। অনন্ত উদার "আমি" সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিলেই বঞ্চনা শুরু হয়।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫২)

জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প হইতে তুমি ক্ষণকালের জন্যও দূরে সরিয়া যাইও না। দীক্ষায় লব্ধ মহাশক্তি এই সুমহৎ সঙ্কল্পের মধ্য দিয়াই করিবে আত্ম-প্রকাশ।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫৩)

রক্তমাংসের কণ্ঠ দিয়া যাহাকে ডাকিয়া পাও নাই, আত্মার কণ্ঠ দিয়া তাহাকে ডাক। এ ডাক অব্যর্থ হইবে। রক্তমাংসের ডাকে ক্লেদ-পঙ্ক থাকে। আত্মার ডাক নিষ্পাপ, নির্মল, নিঃস্বার্থ।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫৪)

মনকে পরমেশ্বরে লাগাইয়া রাখ। দেহের ধর্মে দেহ ক্ষুৎ-পিপাসাদির নিবারণে নিযুক্ত হইলেও যেন তোমার মন ক্ষণিকের জন্য ভগবৎ-পাদপদ্মের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ না করে। মনের নয়নে পরমপুরুষকে

প্রত্যক্ষ কর,—পঞ্চভূতের দেহ তোমাকে চঞ্চল করিতে সাহসী হইবে কেন?

(১লা বৈশাখ, ১৩৫৫)

মন তোমার ব্যারোমিটারের পারদ, ইন্দ্রিয়াসক্তির চাপে কেবলই উঠা-নামা করিতেছে। হউক সে চঞ্চল, তুমি শুধু দ্রষ্টা হইয়া তাহার ব্যর্থ শ্রম দেখ। নিজেকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া অকারণে বিহ্বল হইও না।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫৬)

পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা, স্বামী, পত্নী, আত্মীয়, বান্ধব প্রভৃতি সকলের সঙ্গে তোমার জাগতিক সম্বন্ধ সম্ভব হইয়াছে একমাত্র একজন পরমাত্মী-য়ের সহিত তোমার নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই। তাঁহাতে নিজেকে এবং নিজেতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া সেই মৌলিক সম্বন্ধ জানিয়া লও। জগতের সকলের সহিত সকল সম্বন্ধ তবেই সত্য হইবে।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫৭)

জগতে মুক্তিদাতারা আসিয়াছেন কেবল তোমার মুক্ত হইবার সাবলীল সামর্থ্যকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য। তোমাকেও আজ ত্রাণকর্তা আর্তত্রাতারূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। ইহাই এই যুগের দাবী।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫৮)

যে যেখানে যত ছোট হইয়া আছে, সে সেখানে তোমার তত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তত একাগ্র সেবা পাইবার অধিকারী। যে যেখানে যত দূরে সরিয়া

রহিয়াছে, সে সেখানে তোমার আপনত্বের আহ্বান শুনিবার জন্য তত যোগ্য পাত্র।

(১লা বৈশাখ, ১৩৫৯)

অবিরাম ডাকিয়া কহিতেছি, তোমরা আমার বাহু হও, তোমরা তোমাদের সর্ব্বশক্তি লইয়া আমার দক্ষিণে বামে পশ্চাতে দাঁড়াও, আমার পদচারণের তালে তালে তোমাদেরও পদধ্বনি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাই। কিন্তু শুদ্ধচেতা হইবে, সৎ ও সরল হইবে, তবে ত তোমরা আমার করিবে আশা-পূরণ! অশুদ্ধচেতার সেবা আমাতে পৌছিবে কেন?

(১লা বৈশাখ, ১৩৬০)

কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার সেবা চাহিতেছে। একক আত্ম-সেবা লইয়া কি করিয়া তুমি ব্যস্ত রহিবে?

(১লা বৈশাখ, ১৩৬১)

কহিবে আনন্দ-ভরে নূতন বৎসর,—
"সবাই আপন মোর,—কেহ নাহি পর।"

(১লা বৈশাখ, ১৩৬২)

পয়লা জ্যৈষ্ঠের বাণী

জগতের যেখানে যখন যাহারই সহিত যে কোনও প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হউক, তাহার বন্ধন-রজ্জু হউক শ্রীভগবানের প্রতি ধাবিত তোমার অপার অসীম অকপট প্রেম।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭)

অনন্ত অতীতের সঙ্গে অনন্ত ভবিষ্যৎকে মিলাইয়া দিতেছে যে, তাহারই নাম বর্ত্তমান। বর্ত্তমানকে অবহেলা করার অর্থ অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়কে সঙ্গে সঙ্গে অবহেলা করা। বর্ত্তমানকে চোরের মতন গোপনে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চলিয়া যাইতে দিও না, ইহার প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া লও।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

স্থানিক সত্য, কালিক সত্য, ব্যক্তিক সত্য সব কিছুর উপরে স্থান দাও সার্ব্বভৌমিক, চিরন্তন, সর্ব্বজনীন সত্যকে। লক্ষ্য রাখ ধ্রুব-তারায়, অলিগলিতে পদসঞ্চার ত কেবল সাময়িক প্রয়োজনে করিতেছ।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯)

কুসংস্কারের নিকটে মাথা নত না করিবার মত সৎসাহস তোমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু অপরের সংস্কারে আঘাত হানিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। অন্যকে যদি ভ্রান্ত-পথাশ্রিত বলিয়া বুঝিয়া থাক, হিতোপদেশের দ্বারা আগে তাহার জ্ঞানের উন্মেষ কর। জ্ঞান আসিলে

আপনিই সে তাহার কুসংস্কার ত্যাগ করিবে। তোমার ন্যায় কুসংস্কার বর্জ্জনে সক্ষম যাহারা নহে, তাহাদের ভিতরে সেই সামর্থ্য জাগাইতে চেষ্টা কর, কিন্তু কেহ তোমার যুক্তি বা প্রমাণ বোঝে না বলিয়া তাহাকে বিদ্বেষ করিও না। বিদ্বেষ শক্তি নহে, দুর্ব্বলতা। গালাগালির নাম যুক্তি নহে, উচ্চ চীৎকারের নাম প্রমাণ নহে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্লোক মাত্রেই শাস্ত্র নহে। মানুষের অন্তরদেশে সর্ব্বশাস্ত্রের অনন্তপার অম্বুধি বিরাজ করিতেছে, সেইখানে ডুবিতে মানুষকে সহায়তা কর। জবরদস্তি-মূলক ও অপমানজনক ব্যবহারের মধ্য দিয়া জগতের একটী লোককেও আপন করিতে পারিবে না।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০)

স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া জীবনকে মূল্যবান্ কর। ব্যক্তিগত সুখের তৃষ্ণা জীবনকে সস্তা করিয়া দেয়।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

তোমার জনম সবার তরে একার লাগি' নয়,
সবার কাজে জীবন ধ'রে হও আনন্দময়।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২)

ধ্যানকে দাও ধ্বনি, বাক্যকে দাও মৌনতা।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩)

ছোট বড় সকলেরে, বাসি ভাল প্রাণ ভ'রে।
Love for All, Great and Small.

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)

নিখিল বিশ্বকে আপন করিবার সাধনারই নাম হিন্দুধর্ম্ম। ছুৎমার্গ আর বর্জ্জননীতি হিন্দুধর্ম্ম নহে। যতকাল তোমরা সকলকে আপন করিবার সাহস দেখাইয়াছ, ততকালই তোমরা হিন্দু ছিলে। হিন্দু শব্দটা অর্ব্বাচীন কালে উৎপন্ন হইলেও হিন্দুর সাধনা বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। বিশ্বকে আপন করিবার দুঃসাহস লইয়া অগ্রসর হও, ইহার ফলে তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট হিন্দুত্বের পুনর্জ্জাগরণ হইবে।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫)

প্রতিদিনের স্বল্প স্বল্প সাধনা সমগ্র জীবনকে সাধনময় করে। প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগ সমগ্র জীবনকে ত্যাগময় করে। প্রতিদিনের তুচ্ছ তুচ্ছ সংযম সমগ্র জীবনকে সংযম-মুখরিত করে। প্রতিদিনের ক্ষুদ্র অনুশীলনকে ক্ষুদ্র মনে করিও না। প্রতিদিনের স্বল্প স্বল্প সঞ্চয়ই পৃথিবীর সকল ধনকুবেরদের সৃষ্টি করিয়াছে।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬)

বাল্যে কবিতা লিখিয়াছিলাম, "যত দিবি তত পাবি"। কৈশোরে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলাম,—"So much given, so much gained." ইহাই আমার জীবনের প্রথম কবিতা। তাই আমি নিজেকে তোমাদের কাছে নিঃসঙ্কোচে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। আমার এ দেওয়া কোনও স্বার্থকে পাওয়ার জন্য নহে, তোমাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়াই আমার চরম প্রাপ্তি ও পরম পুরস্কার আমি প্রত্যাশা করিব।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭)

নববর্ষের বাণী

সবারে জানিতে নিজেরে জানিয়া লও,
নিজেরে চিনিয়া সবার আপন হও,
অবগাহি' নিজ স্বরূপ-সাগর মাঝে
প্রাণ ভরি' যত প্রেমমাখা কথা কও।

যাহার যেখানে যতটুকু ব্যথা আছে,
দূর কর তাহা টানি' তারে নিজ কাছে,
অতীতের কোটি অনুতাপ রাশি মুছি'
পাপহীন ক'রে নিজ হাতে গ'ড়ে লও।

নিজেরে ডুবাও ধ্যান-সমুদ্র মাঝে
বাহু মিলাইয়া সকলের হিত-কাজে,
সত্যের জয় সকলের সাথে গাহ,—
সাধনার কালে নিগম একক রও।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)

পিপীলিকা নহে ক্ষুদ্র, তাহারেও ডাক তব কাজে,—
অনাদৃত কেহ যেন নাহি রহে ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে।
তাদেরে সম্মান কর, আসিয়াছে যারা দীন সাজে
অধোমুখে নতনেত্রে কুণ্ঠালীন অস্থহীন লাজে;
হস্তপদ নাহি চলে, সহস্র নিগড়ে বাঁধা মন,
বক্ষে ধর সমাদরে জানি' তারে প্রাণসম ধন।
পর ভাবি' যাহাদেরে করিয়াছ শুধু অবহেলা
তাদের সবারে নিয়া সাজাইব আনন্দের মেলা।

তাদের সবারে নিয়া খেলিব যে প্রেমময় হোলী,
তাদের সবারে নিয়া হবে আজ মহাকোলাকোলি।
তাদের সবারে নিয়া শ্রেষ্ঠ সুখ করি' আস্বাদন
প্রমাণিব তারা মোর অন্তরের অনন্ত আপন।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯)

সর্ব্বস্ব করিয়া দান তোমার চরণে,
তোমার হইতে চাহি জীবনে মরণে

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০)

তোমার যুদ্ধ মিথ্যার সহিত, মানুষের সহিত নহে।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১)

জাগিয়া থাক এবং জাগিয়া থাক। লাগিয়া থাক এবং ভাগিয়া যাওই না।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২)

সকলেরে ডেকে আনো কাছে,
সকলেরে কর সহায়তা,
তোমাদের সবার নিকটে
এই মোর প্রাণের বারতা,
ছোটদের হৃদয়ের কোণে
লুকাইয়া তোমার দেবতা।

ছোট বড় যে যেখানে আছে,
সবারে আপন ক'রে লও,

নববর্ষের বাণী

সবারে টানিয়া লহ কাছে,
তবে ত আমার তুমি হও!
সবারে করিছ অবহেলা,
তুমি ত আমার কেহ নও।

করি' ভিড়, করি' ঠেলাঠেলি
ছুটিয়া আসিছ মোর কাছে,
হায়রে আমার ভোলা মন
কখনো কি ছোট বড় বাছে?
যাহার পিপাসা যতটুকু,
তার লাগি' ততটুকু আছে।

কেহ মোর ছোট বড় নয়,
সবাই সমান প্রিয় জন,
সবার সেবার প্রয়োজনে,
ধরিয়াছি মানব-জীবন,
সবার অভাব করি' দূর
সফল আমার আয়োজন।

তোমরা আমার কাছে আসি'
ভেদাভেদ-বোধের প্রাচীর
গড়িবে কি আগেকার চেয়ে
করিয়া আরও উঁচু-শির,
পতিত জনের লাগি' হায়
বহিবে না নয়নের নীর?

প্রাণে মনে ডাক ছাড়ি' বল,—
"কে আছ হে কোথায় পতিত,
আপনার হীনতা ভাবিয়া
আর ভাই হইয়ো না ভীত,
আমাদের প্রেম দিয়া সব
প্রভেদ করিব অপনীত"।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩)

মহতের পূজা কর, মহৎ হইবে। কিন্তু পূজার মানে মহত্ত্বের অনুসরণ। বাণিজ্য করিয়া লক্ষ্মীর পূজা না করিয়া ফুলবেলপাতায় তাঁহাকে ঢাকিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়াছ। মহতের চরিত্রের অনুসরণ না করিয়া তাঁহার নামের ছাপ মারিয়া নামাবলী গায়ে দিয়াই ভাবিতেছ, সব হইয়া গেল। কিন্তু অত সহজে মহৎ কাজ হয় না, ফাঁকিই সহজে চলে।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪)

আমার তিনটী মাত্র সন্তান যদি এই প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা আমার বাণী ও জীবন হইতে আমার প্রাণেরও অধিক প্রিয়তম আদর্শের সন্ধান লইবে এবং তাহাকে জগতে নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া রূপ দিবে, আমি মনে করি যে, একমাত্র তাহা হইলেই আমি অনায়াসে যে কোনও সময়ে আমার এই পার্থিব দেহ বিনা ক্ষোভে বিনা আফসোসে পরিহার করিয়া দিতে পারি। সহস্র সহস্র জন তোমরা আমার শিষ্য হইয়া আমার সমীপস্থ হইতেছ। ভবিষ্যতে আরও কত কত হইবে। কিন্তু তোমরা কি আমার অন্তরের বেদনা বুঝিয়াছ? তোমরা নিজেদের

কাছে জিজ্ঞাসা কর, কেন তোমরা কাজের সময়ে সরিয়া পড়িবার ওজুহাত খোঁজ। নিজেকে নিজে প্রশ্ন কর,—তোমাদের মধ্যে পরহিতার্থে ত্যাগ ও লালসার বস্তু সম্পর্কে বৈরাগ্যের প্রয়োজন আসিলেই কেন তোমরা নিজ নিজ ইচ্ছামতন নূতন শাস্ত্র রচনা করিয়া পিছন ফিরিয়া যাও।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫)

তোমাদের মধ্যে একজনকে আমি একখানা পত্র দিলে যখন তাহার মর্ম্ম সকলে অবগত হইবে, একজনকে একটা কাজের ভার দিলে যখন সেই কাজ করিবার জন্য সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে, তোমাদের এক জনের উপরে আশা ন্যস্ত করিলে যখন সেই আশা পূরণ করিবার জন্য সকলে মিলিয়া প্রতিযোগিতা লাগাইয়া দিবে, তখন বুঝিব, তোমরা স্বরূপানন্দের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইয়াছ। যখন দেখিব, আদেশ দিবার আগেই ইঙ্গিত বুঝিয়া কাজে নামিয়াছ, কাজে নামিবার আগেই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছ, চিত্তশুদ্ধি-কালে ব্যক্তিগত যশোলিপ্সার প্রতি দৃষ্টি পরিহার করিয়াছ, আর যশোলাভ বর্জ্জনের কালে অহঙ্কার অভিমান গর্ব্বকে শত হস্ত দূরে সরাইয়া দিয়াছ, তখন বুঝিব, তোমরা স্বরূপানন্দ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইয়াছ। যখন দেখিব, নিজে কাজ করিয়া তাহার যশটুকুর ভাগ অন্যকে দিতে অন্তরে দ্বিধা নাই, নেতৃত্ব পাইয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইবার স্পৃহা নাই, সকলকে পরিচালন করিতে যাইবার কালে নিজেকে সকলের সেবক বলিয়া বুঝিতে সামর্থ্যের, নিপুণতার বা বুদ্ধির স্বচ্ছন্দতার অভাব নাই, তখন বুঝিব, তোমরা স্বরূপানন্দের সন্তান হইয়াছ।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬)

প্রত্যেকের ভিতরে বহু পরিমাণ শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কেবল চিন্তা কর, কেমন অবস্থার সৃজন করিলে তাহাদের সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির হইতে পারে বিকাশ এবং তাহারা নিজেদের সামর্থ্যের প্রতি সকল অবজ্ঞা পরিহার করিয়া নিজ নিজ শক্তিকে করিতে পারে জগতের প্রতি জনের কুশল-বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭)

বিশ্বাসী হৃদয় যদি একটী মাত্র থাকে, আমি তাহাকেই করিব আমার আনন্দনর্ত্তনের রঙ্গমঞ্চ। কত কোটি অবিশ্বাসী আমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহা আমি হিসাব করিতে চাহি না। দুর্লভ একটী কি দুইটী অকপট বিশ্বাসীর বিশ্বাসের বল যে কোটি অবিশ্বাসীর বিদ্রূপকে মিথ্যা করিয়া দিবে!

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮)

যাহাকে যত বিশ্বাস করিবে, তাহার তত শক্তির প্রকটন হইবে। দুর্ব্বলকে বলীয়ান্ বলিয়া বিশ্বাস কর, সে তোমার বিশ্বাসের শক্তিতে নব-বল লাভ করিবে। ক্ষুদ্রকে মহৎ বলিয়া বিশ্বাস কর, দেখিতে না দেখিতে সে তোমার বিশ্বাসের প্রেরণায় আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিবে।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯)

অনন্ত জীবন তব কোটিকল্প বিস্তার তাহার,
তথাপি সে নিঃশেষ না হয়,
বিশ্বের মঙ্গল-তরে আবর্ত্তিত হয় বারংবার
নানা দেহে, নাহি পায় লয়।
নানা নামে নানা রূপে আপনারে বিশ্বতোবিস্তারি'
চিরন্তন গতিপথে ধায়,

খুঁজিয়া সমগ্র সৃষ্টি তন্ন তন্ন পুঙ্খ-পুঙ্খ করি'
সর্ব্বত্র নিজেরে শুধু পায়।
তুমি ছাড়া কিছু নাই, সব-কিছু তোমারি মুরতি,
তুমি-ময় অখণ্ড সংসার ;
কাহারে করিবে হেলা, কাহারে ভাবিবে দূর অতি,
রূপান্তর সব যে তোমার!

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০)

আমার সন্তান আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। অর্থাৎ আমি আমার সন্তানের ভিতরে আমার প্রাণের প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। তোমরা প্রতি জনে আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, বিনা সাধনায় বিনা সমাধিতে ভ নের সহজ করুণায় যাহাদের পাইয়াছি। আসিয়াছি আমি তোমাদিগকেই পূজা করিতে, তোমাদের পূজা নিতে নহে।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১)

ভাগ্যবান্ গৃহ ছাড়ি' গড়ে মস্ত মঠ'
কহে,—"যত সংসারীরা ভণ্ড তথা শঠ।"
কেহ বা সন্ন্যাস ছাড়ি' করিল বিবাহ,
কহিল,—"আসল কথা জীবিকা-নির্ব্বাহ।

পেটের লাগিয়া করে গৈরিক-ধারণ,—
আমার বিবেক মোরে করিল বারণ।"
সন্ন্যাসী ও সংসারীরা এই ভাবে করে
তর্ক ও বিবাদ শাস্ত্র-বাক্যে সাড়ম্বরে।
ভাবগ্রাহী ভগবান্ কহেন নিভৃতে,—

পয়লা জ্যৈষ্ঠের বাণী

"সেই ত সন্ন্যাসী, আমি আছি যার চিতে ;
আমি ছাড়া অন্য কিছু অবলম্ব নাই,
সন্ন্যাসী বলিয়া তার পূজা হয় তাই।
সেই ত আসল গৃহী, আমি গৃহ যার,
আমারে আশ্রয় করে ছাড়িয়া সংসার।
গৃহী কিম্বা সন্ন্যাসীর পার্থক্য কোথায়,
যদি তার চিত্ত শুধু আমারেই চায় ?"

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২)

পয়লা আষাঢ়ের বাণী

জগতের কোনও জাতি অপর কোনও জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। জগতের কোনও মানুষ অপর কোনও মানুষ অপেক্ষা নগণ্য নহে। সমাজের কোনও লোকই হেয় নহে। তোমাদের মধ্যে একজনও শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন, দুর্ব্বল নহ। প্রকাশের দিক দিয়া যতটুকু শক্তির খেলা তোমার মধ্যে দেখা যাইতেছে, তাহা দিয়াই তোমার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে না। পূর্ণ বিকাশে তোমার শক্তি কি হইবে, তাহাই তোমার মূল্য-মান। অনন্ত শক্তি তোমাতে অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিয়া তাহাকে প্রকাশিত কর। ছোট বলিয়া কাহাকেও হেলা করিও না। তোমার সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা লইয়া তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্টকে তোমার সংসঙ্গ দাও,—সে মহৎ হইবে। বড় বলিয়া কাহাকেও ভয় করিও না। তোমার সবটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তি লইয়া তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরের সংসঙ্গ লও,—তুমি মহৎ হইবে। আত্মকেন্দ্রিক হইও না, বিশ্বকেন্দ্রিক হও। বিশ্বের সহিত তোমার যেখানে যোগ, ভগবানের সঙ্গে তোমার সেখানেই যোগ। অন্তরের প্রভু বহিরন্তর ভেদিয়া সকলকে তোমার সহিত, তোমাকে সকলের সহিত মিলাইতে চাহিতেছেন। সেই মিলনের মহামন্ত্র একটী মাত্র অটুট সত্যে ভর করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে,—"জগতে কেহই হেয় নহে।"

(১লা আষাঢ়, ১৩৩৭)

প্রতিজনের কর্ম্মশক্তিকে উদ্দীপিত, উদ্বুদ্ধ ও উন্নত কর। শক্তি

সকলেরই আছে, কেহ জগতে শক্তিহীন নহে,—এই বিশ্বাস আগে সকলের মনে জাগাও। শক্তি থাকিলেই তাহার ব্যবহারের দায়িত্ব আসে। ধন আছে, কাজে লাগাইব না, সিন্ধুকে তালা-চাবি মারিয়া রাখিব,—ইহাই জগদ্ব্যাপী আর্থিক অশান্তির কারণ। শক্তি আছে, ব্যবহার করিব না, তালা-চাবি মারিয়া ততদিন পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিব, যতদিন মরিচা ধরিয়া ধরিয়া ইহা অকর্ম্মণ্য হইয়া না যায়,—ইহাই জগদ্ব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দ্দৈন্যের কারণ। সকলকে জাগ্রত কর, সকলের সকল শক্তিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নামাইয়া আনিবার জন্য প্রেরণা যোগাও। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সর্ব্বশক্তির সদ্ব্যবহারের সদ্দৃষ্টান্ত সকলকে দেখাইয়া চমৎকৃত কর।

(১লা আষাঢ়, ১৩৩৮)

আচার্য্য আচরণ করিয়া দেখাইলেন কি করিতে হইবে, শিষ্য কিন্তু তাহাকে অনুসরণ করিল না। অর্থাৎ ভেড়ার শৃঙ্গে পড়িয়া হীরার ধার ভাঙ্গিয়া গেল। যে কাজ ধরিবে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া তবে ছাড়িবে, ছাড়িয়া দিবার স্বপক্ষে শত-করা একশত ভাগ যুক্তি আসিয়া না দাঁড়ান পর্য্যন্ত থামিবে না,—ইহাই হওয়া উচিত কর্ম্মীর কর্ম্মরীতি। যাহাকে দেখিলাম, তাহাকে জয়ও করিলাম; যাহাকে জয় করিলাম, তাহাকে সর্ব্বশক্তি লইয়া আমার প্রাণারাধ্যের সেবায় নিয়োজিতও করিলাম; যাহাকে কাজে লাগাইলাম, চূড়ান্ত পর্য্যায় পর্য্যন্ত সে অমিতবিক্রমেই চলিবে,—ইহাই হওয়া চাই তোমার লক্ষ্য।

(১লা আষাঢ়, ১৩৩৯)

নিজেকে দুর্ব্বল এবং মূর্খ জানিয়াও মহৎ কাজে যে নিজেকে

নিয়োজিত করে, তাহার অন্তরের বিনয় তাহার কর্ম্মশক্তিকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া লয়। সতর্ক পদসঞ্চারে অনলস প্রযত্নে তাহার কাজ চলিতে থাকে। পরিণামে সে সাফল্য অর্জ্জন করে। নিজেকে দুর্ব্বল ও মূর্খ জানিয়া যে নিজেকে মহৎ কর্ম্ম হইতে দূরে সরাইয়া রাখে, তাহার দুর্ব্বলতাও ঘোচে না, মূর্খতাও ঘোচে না। কিন্তু সেই দুর্ব্বলতা তাহাকে নীচ কর্ম্মে এবং সেই মূর্খতা তাহাকে পণ্ডশ্রমে বারংবার লিপ্ত করিয়া থাকে। তাহা হইতে সে জীবনময় দুঃখ, অপমান ও অশান্তিই মাত্র আহরণ করে। তাই নিজেকে দুর্ব্বল বা মূর্খ ভাবিয়া সৎকর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া থাকিও না।

(১লা আষাঢ়, ১৩৪০)

আসিবেন তিনি বসেছিনু আশা ক'রে

আসিতে তাঁহার হ'ল রে সুনিশ্চয়,

দেহে মনে প্রাণে প্রতি পরমাণু ভ'রে,

তাঁর আগমন গাহিল তাঁহার জয়।

কহিল আমারে কুণ্ঠা-বিহীন স্বরে,—

"সম্মুখে দূরে ছোট বড় যারা রয়,

সকলের মাঝে অনুসন্ধান ক'রে

পাবি রে আমার সুনিবিড় পরিচয়।

দুঃস্থ, ব্যথিত, দুঃখিত যত জন

তারাই যখন কাড়িবে রে প্রাণ-মন,

তখনি হইবে পরমশুভ লগন

যখন আমাতে হইবে রে তোর লয়;

অন্তবিহীন প্রেমের অমিয়-লোভী
সৃষ্টি তখন স্রষ্টার মাঝে ডুবি'
আত্ম-সমর্পণ-মহিমায় শোভি'
দ্বৈত-দ্বন্দ্বে করিবে যে পরাজয়।"

(১লা আষাঢ়, ১৩৪১)

স্থষ্টির জগতে যাহা এখনও হয় নি প্রকাশ
তাহারে মুরতি দিয়া ধর,
দেখিয়া সে শুচিস্নাত মধুমূর্ত্তি, শুনি' তার ভাষ
মুগ্ধ হোক্ বিশ্ব-চরাচর ;

তৃপ্ত হোক্, তুষ্ট হোক্, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ,
তৃপ্ত হোক্ দগ্ধ ক্ষিতিতল ;
কোটি কল্প কাল ধরি' যেথা ছিল শুধু হতাশ্বাস,
শান্তি সেথা রাজুক নির্ম্মল।

ছলনাবিহীনা আশা, মায়া-মরীচিকা-রিক্ত প্রেম
কোটি বিশ্বে বিস্তারি' অভয়
প্রশান্ত অন্তরে দিক্ ধরে ধরে পুণ্য যোগক্ষেম
হিংসাহীন সদানন্দময়।

(১লা আষাঢ়, ১৩৪২)

অন্তরে প্রতিষ্ঠা দাও নিত্যপ্রত্যয়কে। তোমার প্রত্যয় অন্যের প্রাণে প্রত্যয়কে করুক অভিষেক। তোমার বিশ্বাসের বলে সমগ্র জগৎকে বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ কর। অবিশ্বাসই দুর্বলতা এবং সর্বজীবের মন

হইতে তাহা অপসারিত করিয়া দিবার উপায় হইল তোমার নিজের অন্তরের অবিশ্বাসকে নির্বাসিত করা।

(১লা আষাঢ়, ১৩৪৩)

স্নেহই দিকে দিবে দৃষ্টি,
মিলন করিবে সৃষ্টি,
সবার তপ্ত হৃদয়-মরুতে
সান্ত্বনা কর বৃষ্টি।

দিকে দিকে দিগ্‌ভ্রান্ত
পণ্ড শ্রমে ক্লান্ত
ক্ষুধায় শীর্ণ বক্ষে বাহুতে
প্রদান করহ পুষ্টি।

ছুটে যাও সর্বত্র
নিয়ে তাপহর ছত্র,
করহ সবারে স্নিগ্ধ শান্ত
অন্তরে দিয়া তুষ্টি।

(১লা আষাঢ়, ১৩৪৪)

নামের কাঙ্গালেরা নামের যোগ্য কোনও কাজ করিতে সমর্থ হয় না। যশের ভিখারীরা চিরকাল অপযশই সংগ্রহ করে। মানুষের সহিত তোমার সম্পর্ককে সেবার পর্য্যায়ে নিয়া ফেল, নামযশোলোভহীন কল্যাণ-ব্রতের অনুশীলনের মধ্য দিয়া মানবজাতির আপনার আপন হও।

(১লা আষাঢ়, ১৩৪৫)

সুখের নেশায় হইয়া অন্ধ
সুখের দুয়ার করিলি বন্ধ,
"সুখ" "সুখ" করি' করি' কোলাহল
কি হ'লরে পরিণতি ?

যতই করিলি স্বার্থের চাষ,
ততই যে হায় হইলি নিরাশ ;
মিথ্যার সাথে করিয়া প্রণয়
ঘটিল রে দুর্গতি !

(১লা আষাঢ়, ১৩৪৬)

সংঘের প্রাণ একানুবর্ত্তিতা, একানুগতা, একাদর্শের অনুধ্যানপরতা। নানা আদর্শের ধ্যান, নানা মতের আনুগত্য, নানা পথের অনুসরণ কখনও একটা সংঘের দৃঢ়তা বিধান করিতে সমর্থ হয় না। এক এক জনের এক এক প্রকার রীতি, নীতি, রুচি ও প্রকৃতি সংঘের বলসঞ্চার করে না। কিন্তু বিশ্বময় সকল মানুষেরই ত বিচিত্র চরিত্র। তাই পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও আদর্শের, রুচির ও রীতির যথাসাধ্য সুসমতা ও সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্যই চাই সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আত্মোন্নতিবিধায়ক অনুষ্ঠান। তোমাদের জন্য আমি তাহা সমবেত উপাসনা বলিয়া চিনিয়াছি এবং ইহারই মধ্যে সমগ্র বিশ্বের মিলনের কৌশলকে পাইয়াছি।

(১লা আষাঢ়, ১৩৪৭)

তোমার অন্তরের অফুরন্ত বিশ্বাসকে কি তুমি অপরের মনে প্রবেশিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছ ? ইহাই সংগঠন। তোমার অনন্ত আত্ম-প্রত্যয় কি অপর সকলের মনে আত্মপ্রত্যয় আনিয়াছে ? এখানেই

সংগঠনের সাফল্য। মানুষের মনের উপরে উৎপীড়ন না করিয়া তুমি কি তোমার চরিত্রের নির্ম্মলতার মহিমায়, সহজ সরলতায় সকলের মনে তোমার ভাবের তরঙ্গ খেলাইতে পারিয়াছ? সংগঠনকে সফল করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ সদুপায়।

(১লা আষাঢ়, ১৩৪৮)

একের সহিত এক যোগ করিলে যোগ-ফল দুই হয়, ইহাই তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু তাহা অঙ্কশাস্ত্রেরই কথা, সংঘশাস্ত্রের নহে। সংঘশাস্ত্রের হিসাব এই যে, একের সহিত এক যোগ করিলে হয় তিন। পাঁচের সহিত পাঁচ যোগ করিলে হয় বিশ, দশ নহে। সমশক্তি সমবুদ্ধি সমপ্রাণ দুই জনে মিলিত হইয়া কাজ করিলে তিন জনের কাজ করিতে পারে। সমচেতা, সমাদর্শ পাঁচ জন অনুরূপ অপর পাঁচ জনের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিলে বিশ জনের কাজ করিতে পারে। যে ঐক্য সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে, যেই মিলন একলক্ষ্যতার তীব্রতা বিধান করে, তাহার শক্তি অকল্পনীয় রূপে বৃহৎ। দুইটী ক্ষুদ্র ব্যক্তি মিলিত হইয়া যদি সর্বশক্তি দিয়া কাজ করে, তবে তাহার যোগফল দুইটী বিরাট শক্তিমান্ পুরুষের পৃথক ও একক প্রচেষ্টার যোগফল অপেক্ষা বেশী হয়।

(১লা আষাঢ়, ১৩৪৯)

মানুষের মধ্যে যে দেবতা বাস করেন, তাঁহাকে আমি বিশ্বাস করি। যাহারা জাগে নাই, তাহাদের ঠেলিতে হইবে। যাহারা জাগিয়াছে, তাহাদের আর ঘুমাইতে দিবে না। অবজ্ঞা কাহাকেও করিবে না।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫০)

তোমরা সংখ্যায় অল্প বলিয়া মনকে দুর্ব্বল করিও না। অল্প সন্তান

দিয়াই আমি অধিক কাজ করাইব। তোমরা দুর্ব্বল বলিয়াও অন্তরে সংশয়ের স্থান রাখিও না। আমার দুর্ব্বল সন্তান দিয়াই আমি মহাবলসাধ্য কাজ করাইব। আমি তোমাদের ভিতরের দেবতাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তোমরা আমার বাক্যব্রহ্মকে বিশ্বাস কর।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫১)

নিজেদের মধ্যে পরিচয়ের সূত্র যাহাদের শিথিল, নিজেদের মধ্যে প্রেমের বন্ধন যাহাদের দুর্ব্বল, নিজেদের প্রতি মমত্ববুদ্ধি যাহাদের অগাঢ়, তাহারা যদি জনসাধারণের সহিত যায় যোগাযোগ স্থাপন করিতে, তাহা হইলে সেই প্রয়াস ব্যর্থতায় লুটাইয়া পড়ে পরাজয়ের ধূলায়। ক্ষুদ্র তোমার সঙ্ঘ, কিন্তু প্রতিটী সঙ্ঘী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়াছ, বিশ্বাস করিয়াছ, একের উপরে অপরে নির্ভর করিয়াছ, একের ন্যস্ত বিশ্বাস অপরে রক্ষা করিয়াছ, একের আস্থা অর্জ্জনের জন্য অপরে যে-কোনও শ্রম বা বিপদকে বরণ করিতে অকুণ্ঠ রহিয়াছ,—এই স্থানেই রহিয়াছে তোমার জগদ্বিস্ময়কর বিরাট সাফল্য অর্জ্জনের সুনিশ্চয়তা।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫২)

তোমার যে শক্তি কত, তাহা তুমি জান না। তোমার শক্তিকে বিকশিত করিবার অনুকূল ঘটনাবলির মধ্যে নিজেকে দুঃসাহস করিয়া ঠেলিয়া তুমি ফেলিয়া দাও নাই। ইহার ফলে আত্মপরিচয়-লাভে তোমার বিলম্ব হইতেছে। আর কালক্ষেপ করিও না। সাঁতারু যেমন করিয়া উচ্চস্থান হইতে জলে নামিবার সময়ে মাথাটাকে একেবারে নীচের দিকে দিয়া ঝাঁপ দেয়, তুমি তেমন করিয়া আত্মবিকাশের অনুকূল কর্ম্মে এমন ভাবে ঝাঁপ দাও যেন কর্ম্মের গভীরতম প্রদেশে তোমার সমগ্র

অস্তিত্ব একেবারে ডুবিয়া যায়, একটুখানি অহমিকা করিবার জন্যও নিজেকে যেন জলের উপরে ভাসাইয়া রাখিতে না পার।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫৩)

তুমি কি সমগ্র জগৎটাকে তোমার আপন স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেছ? না কি নিজেকে সমগ্র জগতের ও জগদ্‌বাসীর প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া পরিচালিত করিতেছ? নিজের স্বার্থ প্রবল হইলে অপরের স্বার্থহানি, অসুবিধা বা বিপদ ঘটাইতে চোখে আসে না লজ্জা, মনে আসে না গ্লানি। সকলের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া চলিতে শিখিলে আচরণে আসে না অকারণ ঔদ্ধত্য এবং কৃতিত্বে আসে না অহঙ্কার। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা জাতি জগতের অশান্তি সৃষ্টি করে। তোমরা বিশ্বকেন্দ্রিক হও, জগতের অশান্তি নিবারণে সহায়ক হও।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫৪)

ছোট বলিয়া কাহাকেও হেলা করিও না। ক্ষুদ্র বলিয়া কাহাকেও বাদ দিও না সকল ছোটকে জানিতে দাও, সদুদ্দেশ্য লইয়া সৎসাহস সহকারে নির্ভীক্ চিত্তে যেই মুহূর্ত্তে তাহারা মিলিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে বড়দের অসাধ্য কাজও তাহাদের নিকটে সহজ হইয়া যাইবে। একাকী যে ছোট, সকলকে লইয়া সেই হইবে মহৎ। ইহাদের শিক্ষা দাও, কেমন করিয়া ইহারা সকলের সহিত মিলিবে। ইহাদের শিক্ষা দাও, জৈব স্বভাবের অনুবর্ত্তিতা-হেতু যেই সকল ভুল-ভ্রান্তি অনেক বড় লোকেরা, অনেক মহত্তেরাও করিয়া থাকেন, কেমন করিয়া ইহারা তাহার ঊর্দ্ধে থাকিয়া প্রত্যিটি কার্য্য করিতে পারিবে। নির্ধনতা বা নিরক্ষরতা যেন ইহাদের স্বভাবের দিব্যতাকে না রুখিতে পারে।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫৫)

সকলের অন্তরে ছোঁয়াইয়া যাও তোমার প্রেমব্যাকুল আপনত্বের পরশ। সকলের তাপদগ্ধ হৃদয়ে বুলাইয়া যাও তোমার স্নেহমধুর করাঙ্গুলী। সকলকে নিজের দুঃখ ভুলিয়া যাইতে বাধ্য কর, অতীতের তিক্ততা বিস্মৃত হইতে সাহায্য কর। আস্থায় কর তাহাদের চিত্তকে উজ্জ্বল, বিশ্বাসে কর তাহাদের জীবনকে মধুর, নির্ভরে কর তাহাদের কর্ম্মকে অটল।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫৬)

যেখানে যাহাকে দেখ ঘুমন্ত
টুটাও সবলে নিদ্রা তার,
যেখানে দেখিবে বোঝায় ক্লান্ত
ঘুচাও তাহার স্কন্ধ-ভার।
নিদ্রিত পুরী জাগরণী গানে
উচ্ছ্বসি' উঠি' ধরুক তান,
বহুক জোয়ার প্রতি প্রাণে প্রাণে
নির্ভয়ে দিতে আত্মদান।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫৭)

আমি ভগবানকে দেখিয়াছি। তিনি প্রথমে দেখা দেন আমার অন্তরে, তার পরে নিখিল বিশ্বভুবনে। জগতের প্রত্যেকে তাঁহাকে দেখিতে পারে। তাঁহাকে দেখাই তাঁহাকে পাওয়া। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সকল পিপাসা মিটাইবার জন্যই দেখা দেন, পিপাসা একাগ্র হইলে দেখা না দিয়া পারেন না। নিজের ভিতরে তাঁহাকে আমার অভিন্ন-স্বরূপে দেখিয়াছি, বিশ্বের ভিতরে তাঁহাকে তোমাদের প্রতিজনের সহিত অভিন্ন-সত্তায় দেখিয়াছি। একটী অণু বা পরমাণু তাঁহাকে ছাড়া নাই, ইহা

দেখিয়াছি। একটী অণুর ভিতরে তিনি কোটি কোটি বিগ্রহ ধরিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিয়াছি। একটী শ্বাসের বা প্রশ্বাসের ভিতরে তিনি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন-বিলয় সাধন করিতেছেন, ইহা দেখিয়াছি। বৃহতে দেখিয়াছি, ক্ষুদ্রে দেখিয়াছি; জাগ্রতে দেখিয়াছি, সুষুপ্তিতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি বলিয়াই আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করি, আমার বিশ্বাস অন্ধ-বিশ্বাস নহে। দেখিয়াছি বলিয়াই তাঁহাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি অন্ধ-ভক্তি নহে।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫৮)

দুঃখের অভিঘাতে হ'লে মন চঞ্চল
ডুবাও তাহারে ভগবানের নামে,
যত হোক্ বিপত্তি, নামে রহ অবিরল,
যে সহে তারি ত শিরে আশিস নামে।

নামে বুকে আশা জাগে, দুর্ব্বল লভে বল,
আঁধার হৃদয় জাগে কিরণ-দামে,
বিপুল বেদনা মাঝে সান্ত্বনা সুবিমল
পরিণত করে ধরা সুখের ধামে।

(১লা আষাঢ়, ১৩৫৯)

ভগবানকে যেমন করিয়া আকুল প্রাণে ডাক স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবার জন্য, তেমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য-পুস্তক অধ্যয়ন কর কি? বরং ভগবানকে সকাম ভাবে ডাকা ছাড়িয়া দাও। নিষ্কাম ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে থাক। ইহার ফলে তোমার দেহ-মন-প্রাণ দিব্য

শক্তিতে ভরিয়া যাইবে। তারপরে জীবন ভরিয়া সেই দিব্য শক্তি জগতের যে-কোনও কাজে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(১লা আষাঢ়, ১৩৬০)

নিখাদ স্বর্ণ ই স্বর্ণ, নিষ্কাম প্রেমই প্রেম, লাভ-লোভবুদ্ধিহীন সেবাই সেবা। খাদ আছে বলিয়া স্বর্ণ টুকুর স্বর্ণত্ব যায় না, কিন্তু কৌলীন্য যায়। কামনা আছে বলিয়া প্রেমটুকুর প্রেমত্ব যায় না, কিন্তু পবিত্রতা যায়। লাভলোভ রহিয়াছে বলিয়া সেবাটুকুর সেবাত্ব যায় না, কিন্তু সরসতা যায়। কৌলীন্যহীন সোনা, পবিত্রতাহীন প্রেম, সরসতাহীন সেবা অনেক সময়ে অধিকতর কপটতা, ভেজাল ও মিথ্যার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করে। তাই তোমাদের লক্ষ্য হউক, নিষ্কাম প্রেম, নির্লোভ সেবা।

১লা আষাঢ়, ১৩৬১)

নিখিল বিশ্বকে আপন বলিয়া জানিয়াছি। চিনিয়াছি আমি আমার প্রতিটি আপনার জনকে। আমার একমাত্র অভীপ্সা তাহাদের প্রতি-জনকে কোলে তুলিয়া লইতে।

(১লা আষাঢ়, ১৩৬২)

created by Mukherjee TK, Dhanbad

পয়লা শ্রাবণের বাণী

সঙ্ঘের পরিচয় কিসে হয়, ভাবিয়া দেখিয়াছ ? একটা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিয়াই পায়ে ব্যথা হইলে হাত সেখানে ছুটিয়া যায়, স্নেহের কোমল স্পর্শ লইয়া। তোমরা কি একে অন্যের দুঃখ দেখিলে ছুটিয়া যাও তাহা নিবারণ করিতে ? ছুটিয়া কি যাও স্নেহের পরশে তাহার হৃদয়-বেদনা মুছিয়া দিতে ? তোমরা কি একের জাগৃতি অন্যের সুপ্তি ভাঙ্গিবার কাজে লাগাইয়া সার্থক কর ? তোমরা কি একের সবলতা দিয়া অপরের দুর্ব্বলতা অপহরণ কর ? তোমরা কি নিজের ভিতরে সকলকে, সকলের ভিতরে নিজেকে দর্শন কর ? ইহার উত্তরে যদি সম্মতিসূচক সংবাদ দিতে পার, তবে বলিব, সঙ্ঘ গড়িতেছ।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৩৭)

অপরের সহিত কোথায় তোমার বিরোধ বা মত-পার্থক্য, তাহার উপরে নজর দিও না। তাহার সঙ্গে কোথায় তোমার মিল, তাহারই কর খোঁজ। একটা স্থান আছে, যেখানে জগতের সকল জীবের সহিত সকলের মতের মিল। কেবল সেই স্থানটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। আপাততঃ যাহাকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার ভিতরেও সকলের অজ্ঞাতসারে তোমার একজন মিত্র বা সহযোগী কেবল সুসময়ের প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর। ইহারই ভিতরে তুমি

তোমার নিজের পূর্ণতা এবং বিশ্বের শান্তিকে ফুল্ল-কমলের ন্যায় বিকশিত দেখিয়া একদিন চমৎকৃত হইবে। পাষাণের কঠিন কঠোর নির্ম্মম নিষ্ঠুর আবরণের মধ্যেও সুশীতল সুপেয় সলিল রহিয়াছে। তাহাকেই তোমার অনুসন্ধানের বিষয় কর, পাথরের রুক্ষতাকে নহে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৩৮)

দলে দলে ধর্ম্মপ্রচারকেরা চারিদিকে নিজ নিজ মতামত প্রচার করিতেছেন। যিনি যতটুকু সত্য বহন করিয়া আনিয়াছেন, তিনি তত-টুকু প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। পিপাসিত জগৎকে যিনি যতটুকু সলিল সিঞ্চন করিতে পারিবেন, ততটুকু সমাদর তিনি পাইবেন। ইহার মধ্যে ঈর্ষ্যা বা দ্বেষের কোনও কথাই যে আসে না! আমি ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াই অপরাপর ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইব, ইহার যুক্তি আমি বুঝি না। আমি সরল চক্ষে জগৎকে দেখি, তির্য্যক্ দৃষ্টি আমার নাই। জগতের অগণিত কোটি কোটি নরনারীর প্রত্যেকের কাছে আমারই ত সুশীতল তৃষ্ণাপহ বারি লইয়া যাইবার দায়িত্ব ছিল। সীমাবদ্ধ দেহের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বত্র আমি আমার কর্ত্তব্য করিতে যাইতে পারি নাই। এমত অবস্থায় অন্য যাঁহারা জন-সমাজের মধ্যে গিয়া আমারই পরমপ্রিয় শ্রীভগবানকে পাইবার পথে লোককে সাহায্য করিয়াছেন, আমি ত তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য। আমার কর্ত্তব্য তাঁহারা করিলেন, আমি কোথায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইব, না, তাহা হইতে বিরত হইয়া ঈর্ষ্যা করিতে সুরু করিলাম! ইহা যে আমার পক্ষে কত বড় অধোগতি, ইহা ভাবিতেও আমি শিহরিয়া উঠি।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৩৯)

দীক্ষা নিবার পরে তোমরা কয়জনে সাধন কর? শুধু দীক্ষা নিলেই কেহ শিষ্য হয় না, উপদেশ অনুযায়ী সাধন করিলে তবে তাহার শিষ্য নাম ধারণের যোগ্যতা হয়। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের নাম পুত্র নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে তাহার পুত্র-পরিচয় হইয়া থাকে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪০)

দুঃখবোধকে নির্ব্বাসন দাও, দুঃখকে বক্ষ পাতিয়া সাধিয়া স্বীকার কর, তাহাকে তোমার প্রেমপাশে বাঁধিয়া সুখে রূপান্তরিত কর; যে আসিয়াছিল একা তোমাকে দগ্ধ করিতে, সে তোমার স্নেহের পিঞ্জরে বাঁধা পড়িয়া বিশ্বজনের সুখের কারণ হউক।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪১)

স্বার্থবুদ্ধিহীন হিতব্রত লইয়া যে মানুষ জগতের সকল নরনারীর সহিত যাবতীয় যোগাযোগ নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাকে দেবতা বলিয়া সম্মান কর। সেই দেবতার অমানব চরিত্রের অনুসরণ কর। তাঁহার দিব্য জীবনের বিচিত্র সুষমায় নিজ ধ্যানকে সংলগ্ন কর। তুমিও দেখিতে না দেখিতে দেবতা হইবে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪২)

অনুষ্ঠানের বিশালত্ব দিয়া তোমরা বাহিরের লোকের চোখে অনা-য়াসে ধূলা দিতে পারিবে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তাহা করিয়া থাকেন বলিলে হয় ত ভুল হইবে না। কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা মানুষের মনের সহিত মানুষের মনকে কেমন করিয়া প্রীতির বন্ধনে বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহাই যে ইহার সার্থকতার মাপকাটি, তাহা ভুলিয়া যাইও না।

সমগ্র জগদ্বাসীকে ডাকিয়া আনিয়া বল,—"তোমরা আমার আপন হইলে।" তবে না অনুষ্ঠান সফল হইল!

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩)

ধর্ম্ম ও সত্যের প্রতাপ কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। যদি অপ্রতিহত হইতে চাহ, তাহা হইলে নির্ম্মল বিবেক, নির্বিদ্বেষ মন, একনিষ্ঠ লক্ষ্য ও মরণপণ অধ্যবসায় লইয়া কাজে লাগ। তোমার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪৪)

তুচ্ছ কলহের আবহাওয়া হইতে মনকে তুলিয়া নিয়া শান্ত, স্থির, স্বকীয় গাম্ভীর্য্যে অটল এক স্নিগ্ধ জগতে টানিয়া নাও। দাম্পত্য কলহ আয়ু হরণ করে, গুরু-শিষ্যের কলহ তপস্যা হরণ করে, রাজা-প্রজার কলহ প্রতিষ্ঠা হরণ করে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ হরণ করে পরিবারের শান্তি আর গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কলহ হরণ করে ধর্ম্ম-সংঘের শক্তি। কলহের মত নিদারুণ নিষ্করুণ তস্কর আর কেহ নাই। ইহার সম্পর্কে সাবধান থাকিও।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪৫)

তোমার ভগবৎ-প্রেম দেখিয়া আমি ভগবানের প্রেম-পিপাসু হইয়াছি,—তুমি ধন্য। আমার ভগবৎ-প্রেম দেখিয়া তুমি বিদ্যুদ্‌বেগে ভগবানের দিকে ছুটিয়া আসিতেছ,—আমি ধন্য। জগতের সকল লোককে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিয়া সকলে ধন্য হউক। অধন্য যেন জগতে কেহই না রহে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪৬)

অন্তরে একটী মাত্র আশা জাগাইয়া রাখ। সকল পিপাসাকে

মিলাইয়া-জুলাইয়া একটী মাত্র পিপাসায় পরিণত কর। সহস্র বাসনার শিখাকে নিবাইয়া দিয়া একটী মাত্র বাসনার হোমাগ্নিকে আকাশস্পর্শী কর। বল এক, ভাব এক, চল একের পানে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪৭)

অপরাধী মন নিজেকে কেবল সঙ্কুচিত করিয়া চলে। নিরপরাধ মন ফুল্ল-কমলের ন্যায় হয় বিকশিত। কায়মনোবাক্যে অপরাধ বর্জ্জন কর,—হৃদয়ের দল খুলিয়া যাইবে, জীবন উল্লাসে ভরিয়া উঠিবে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪৮)

লালসার ছলনা তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধির স্বচ্ছতাকে মলিন করিতেছে। তাই অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া যুক্তি করিতেছ প্রদর্শন। আসক্তির দাসত্ব অস্বীকার কর এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কর্ত্তব্য-পন্থা নির্ণয় কর,—জীবন সুখময়ও হইবে, গৌরবান্বিতও হইবে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৪৯)

যেখানে একটী কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেলে তবে অপর একটা কাজের সম্পর্কে পরিকল্পনা বা চেষ্টা সম্ভব, সেখানে আগের কাজ আগে সারিবার জন্যই সর্ব্বশক্তি নিয়োগ কর। উপস্থিত কর্ত্তব্যে হেলা করিয়া ভাবী কর্ত্তব্যের জন্য পরিকল্পনা রচনাকে অন্য কথায় "গোড়া কাটিয়া আগায় জল" এই নাম দিতে পার।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫০)

এমন পাপী কেহ নাই, যাহার উদ্ধার হইবে না। এমন অপরাধ কিছু নাই, যাহার ক্ষালন হইবে না। অতীত অপরাধ-রাশির উপরে

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা অনেক সময়ে অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি করে। অতীতকে তাহার সর্ব্বনাশী লীলা লইয়া অতীতেই পড়িয়া থাকিতে দাও, বর্ত্তমানকে অতীতের সেই করালগ্রাস হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য পূর্ণোদ্যমে সাধন-পরায়ণ হও। সাধনেই সিদ্ধি, অতীতের বিভীষিকাক্লিষ্ট দুশ্চিন্তায় নহে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫১)

ভুল যাহা করিবার করিয়াছ, অনুতাপে চিত্ত তোমার শুদ্ধ হউক। কিন্তু অনুতাপের আতিশয্য ভাল নহে। তাহা যে তোমাকে দুর্ব্বল করিয়া দিবে! ভুল সংশোধনের জন্যই ত অনুতাপ! ভুলের মধ্যে অনন্ত কাল হতাশ অবশ হইয়া ডুবিয়া থাকার জন্য অনুতাপ নহে। প্রকৃতই যে অনুতপ্ত, তাহার চিত্ত সোহাগায় গালান সোনার মতন শুদ্ধ। ইহা মনে রাখিয়া অনুতাপকে তাহার যথার্থ মর্য্যাদার আসনে বসিতে দিও। বৃথা হা-হুতাশ করিবার নাম অনুতাপ নহে। একই অপরাধ প্রতিদিন করিয়া তারপরে প্রত্যহই শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিবার নাম অনুতাপ নহে। তোমার সমস্ত পাপ, সমস্ত অপরাধ লইয়াই তুমি আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়। আমি আমার নিঃস্বার্থ স্নেহের নিষ্কাম পরশে তোমার সকল কলুষ, সকল গ্লানি, সকল পাতক, সকল তাপ হরিয়া লইব। আমার অগাধ ভালবাসা দিয়া তোমার সকল দুঃখ দূর করিয়া দিবার সামর্থ্য আমার আছে। আমার অকপট শুভেচ্ছা দিয়া তোমার পথ-কণ্টক উৎপাটিত করিবার শক্তি আমার আছে। আমাতে বিশ্বাস রাখ।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫২)

দুঃখ-দৈন্য কাটিয়া যাউক, শোক-তাপ মুছিয়া যাউক, আত্মপ্রেম বিশ্বপ্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হউক, বিশ্বপ্রেম কল্পনার কুহেলী মাত্র না

থাকিয়া জীবনের কর্ম্মে বাস্তবের নবরূপায়ন লাভ করুক। তোমাদের প্রতি জনের জীবন বিশ্ব-মানবের জীবন হউক। প্রতি জনে তোমরা বিশ্বের প্রতি জীবের প্রতিনিধিরূপে সকলের হিতচিন্তা করিয়া সকলের কুশল সাধিয়া অভ্রান্ত পদ-বিক্ষেপে ভূমণ্ডলে বিচরণ কর।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫৩)

দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া ভয় পাইও না। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া নিজ মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয় দিবার সুযোগ যতবার পাইয়াছ, দায়-দায়িত্ব-পরোয়া-হীন ঐশ্বর্য্যের হৈমপালঙ্কে শয়ন করিয়া তাহা পাইতে না। এইজন্যই ধনীর গৃহে সচরাচর অধিকাংশ অপদার্থেরা জন্ম নেয়। নিজের দারিদ্র্যকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিও না। দারিদ্র্যেরই চিরদুঃখহর দাক্ষিণ্যে তোমার ভিতরের দেবতা দিনের পর দিন পৌরুষের প্রচণ্ড প্রভায় স্পষ্টতর ও উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতেছেন। দারিদ্র্যকে সম্মান কর, দুঃখকে পূজা কর, ক্লেশ-কষ্ট-অপমানকে শ্রদ্ধা করিতে শিখ। ভগবানই তোমাকে বলশালী করিবার জন্য এই সব অবাঞ্ছিত রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫৪)

প্রতিটি কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিও যে, সর্ব্বশক্তি তোমরা ইহাতে প্রয়োগ করিয়াছিলে। তোমাদের কর্ম্মনীতি, ধর্ম্মাদর্শ, মর্ম্মানুভূতি নিখিল বিশ্বের হিতসাধনের মুখপানে তাকাইয়া তাকাইয়া চলিয়াছে। তোমাদের চেষ্টায় অর্দ্ধোদ্যম বা দুর্ব্বলতার পরিচয় কেন থাকিবে?

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫৫)

সজ্ঘশক্তি যাহাদের শিথিল, তাহাদের ধনবত্তা, বিদ্যাবত্তা, সংস্কৃতি-গত ঐতিহ্যের পরিস্ফীতি অথবা দার্শনিকতার ক্রমবর্দ্ধমান পরিধি তাহা-দিগকে জাগতিক হিসাবে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। সজ্ঘশক্তি যাহাদের সুদৃঢ়, সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল, ধনে, জনে, বিদ্যায়, দার্শনিক উচ্চ-চিন্তায় তাহারা দরিদ্র হইলেও তাহাদের সম্প্রসারণশীলতা কমে না, জগতে তাহারা বলে, বিক্রমে, প্রতিষ্ঠায় এবং পৌরুষে কেবল বাড়িয়াই চলে। ইতিহাসে ইহার সহস্র প্রমাণ আছে। তোমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া রহিও না।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫৬)

সহকর্মীদের ভিতরে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবারই নাম নেতৃত্ব। হুকুম চালাইবার নাম নেতৃত্ব নহে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫৭)

তোমার আত্মবিশ্বাস তুমি সকলের মধ্যে সংক্রামিত কর। তোমার কর্মঠতা তুমি সকলের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট কর। তোমার আদর্শনিষ্ঠা তুমি প্রতিজনের মধ্যে ছড়াইয়া দাও। তোমার অতুল নির্ভীকতায় তুমি সকলকে উদ্বুদ্ধ কর। তোমার কৃতিত্বের উপরে তুমি তোমার দাবী ছাড়িয়া দাও। তোমার দিগন্তব্যাপী যশস্বিতার সকলকে অংশী কর। একা এককণা অন্নও খাইও না, একা একটুকরা প্রশংসাও নিও না।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫৮)

মানুষের সহিত তোমার সকল পরিচয় সৃষ্ট হউক তোমার চরিত্রের বিশালতা, অন্তরের ব্যাপকতা, মনের পরিচ্ছন্নতা আর চিত্তের প্রসন্নতার মধ্য দিয়া। জীবনের প্রথম দর্শনে যাহাকে সহাস্যে অভিনন্দন দিয়াছ,

জীবনের শেষ দর্শনে যেন সে তোমাকে অভিনন্দন করিয়া যাইতে তৃপ্তি পায়। তোমার সহিত পরিচিত হইয়া লোকে যেন এই বলিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে যে, এই পরিচয় তাহার আত্মোন্নতির সহায়ক হইয়াছে।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৫৯)

ধনবলে নহে, শ্রমবলে, নিষ্ঠার বলে, বিশ্বাসের বলে, একাগ্র আত্ম-নিয়োগের বলে তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে। নিজেও বসিয়া থাকিও না, সহকর্ম্মীদেরও কাহাকেও বসিয়া থাকিতে দিও না। দূরের দর্শক-দিগকে চরিত্রের বলে প্রেমের প্রতাপে কাছে টানিয়া আন এবং সহানু-ভূতিশীল কঠোরশ্রমী সহকর্ম্মীতে পরিণত কর।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৬০)

দেহ মন প্রাণ ভগবানের নামে লাগাইয়া রাখ। সর্ব্ব বস্তুতে তাঁহারই নামের ধ্যান জমাও। নামের অমৃতরসে নিখিল ভুবন অমৃতময় কর।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৬১)

সকল পূজা এবং উপাসনাকে এক স্থানে আনিয়া পুঞ্জিত কর। সমস্ত মন, রুচি ও প্রেম এক জায়গায় জড় কর। সমগ্র ধ্যানশক্তি ও উপলব্ধি একমুখ কর। সহস্র দিকে মনকে ছড়াইয়া দিয়া দুর্ব্বল হইও না, এক-স্থানে সর্ব্বশক্তি কেন্দ্রীকৃত করিয়া জীবন-সাধনায় সিদ্ধি অর্জ্জন করিয়া লও।

(১লা শ্রাবণ, ১৩৬২)

পয়লা ভাদ্রের বাণী

জিতেন্দ্রিয় পুরুষের ন্যায় পরাক্রমশালী জগতে আর কে আছে? নির্লোভ ব্যক্তির ন্যায় নিশ্চিন্তই বা কে? অনাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় শান্তি আর কার?

(১লা ভাদ্র, ১৩৩৭)

ভগবানের নামে নিখিল ভুবন পরিপূরিত কর। সকলের কাণে সুধা-ধারা ঢাল, সকলের দগ্ধ হৃদয়ে প্রেমের মধু বর্ষণ কর। বদ্ধ জীবের সহস্র শোক, তাপ, দুঃখ, বেদনা তোমরা নামের প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া যাও,—জীয়ন্তে নরক-যন্ত্রণা ভোগের দুর্দৈব হইতে ইহাদের রক্ষা করিয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষে পরিণত কর।

(১লা ভাদ্র, ১৩৩৮)

আদর্শ রাখিও বৃহৎ, লক্ষ্য রাখিও মহৎ, চেষ্টা রাখিও সৎ। গুরু করিও ত্যাগীকে, বন্ধু করিও পরোপকারীকে, সহকর্ম্মী করিও নিরহঙ্কার, নম্রস্বভাব, শ্রদ্ধাবানকে। ভালবাসিও সরলতাকে, তুষ্ট থাকিও সদুপায়ে অর্জ্জিত অন্নে আর দান করিও প্রতিদান পাইবার বুদ্ধি পরিহার করিয়া।

(১লা ভাদ্র, ১৩৩৯)

অন্তরের ভাবকে কর প্রগাঢ়, সেই ক্ষীর-সমুদ্রের শেষ-নাগ-শয়নের যিনি বন্ধু, তিনি নাভি-কমলে ফুটাইয়া তুলুন নিত্য-রবি-কর-লোভী প্রফুল্লানন কমলকে, আর ব্রহ্মা অক্ষসূত্র-কমণ্ডলু-করে নবসৃষ্টির কর্ম্ম-

প্রেরণা লইয়া রচনা করুন দিব্যতর এক জগৎকে, যেখানে কর্ম্ম আছে, বন্ধন নাই, কর্ম্মোন্মাদনা আছে, আসক্তি নাই, ধনার্জ্জন আছে কিন্তু পরকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিবার জন্য তাহার অপব্যবহার নাই, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান আছে কিন্তু কামাতুরতা নাই, সবলতা আছে কিন্তু দরিদ্রের উপর, দুর্ব্বলের উপর, অশক্তের উপর উৎপীড়ন নাই। অন্তরের ভাবকে প্রগাঢ় কর এবং তাহারই বলে বিশ্বে তোমার অবিনশ্বর বিজয় প্রতিষ্ঠা কর।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪০)

যাহাকে আজ বড়ই বিরুদ্ধবাদী ও বিরূপ দেখিতেছ, কাল যে সে তোমার পরমহিতকারী সহায়ক হইতে পারে, এই বিশ্বাস রাখিও। আজিকার প্রতিযোগী কালিকার সহযোগী হইবে। বাধা দানের উপলক্ষ্য করিয়া জগতের কত অপরিচিত যে তোমার আপন হইবার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন তাহা দেখিয়া হৃষ্ট হও। বাধা ইহাদের মুখস মাত্র, আত্মীয়তাই ইহাদের প্রকৃত পরিচয়।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪১)

কে কোন্ দলের লোক, তাহা দিয়া আমি কাহারও মূল্য নির্দ্ধারণ করিব না। কে কোন্ মতকে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে, তাহা দিয়াও নহে। কে ভগবানের কত নিকটতর হইতে পারিয়াছে, তাহা দিয়াই তাহার মূল্য যাচাই হইবে। যে ভগবানের যত প্রিয়, সে আমারও তত প্রিয়। যে ভগবানের সাধনে যত একাগ্র, সে আমারও প্রাণের তত নিকট। ভগবানের জীবকে ভালবাসিয়া কেহ তাঁহার প্রিয় হয়, ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই সত্য নহে জানিয়া তাঁহাকেই একনিষ্ঠ প্রযত্নে ভালবাসিয়া কেহ তাঁহার প্রিয় হয়। ইঁহারাই আমার প্রিয়, ইঁহারাই

আমার চোখে দামী। যেই দলের বা যেই মতের ইঁহারা হইয়া থাকুন না, ইঁহারাই আমার প্রকৃত আপনার জন।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪২)

সকলেই যদি আবদার ধরে, আমি কর্ত্তা হইব, অন্যের অধীনে কাজ করিব না, তাহা হইলে কাজ করিবার লোকগুলি কোথা হইতে আসিবে? সকলেই যদি বলে যে আমি কাজই করিব, সঙ্গত সুন্দর হিতকারক আদেশ কেহ আসিয়া দিলে তাহার পদমর্য্যাদার দিকে না তাকাইয়া সেই ভাল কাজটা করিয়া যাইব, তাহা হইলে দেখা যাইবে, একজনও কর্ত্তা না থাকা সত্ত্বেও শত শত লোকের সমবেত প্রযত্নে অসাধারণ একটা কাজ সমাধা হইতে চলিয়াছে। যেই সকল কাজের পূর্ব্ব হইতেই পরিকল্পনা করা আছে, সেই সকল কাজে ত কে কর্ত্তা হইল আর কে ভৃত্য হইল, তাহার প্রশ্নই উঠে না। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া পরিকল্পনার অঙ্গীভূত কতক কতক কাজ প্রতিজনে বাঁটিয়া লইলেই কেহ কাহারও কর্ত্তা হইল না, অথচ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। কেবল প্রয়োজন সহানুভূতির; অন্যের কাজের ত্রুটি ধরিবার প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে তাহার কাজ যেইখানটা দিয়া পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিতেছে না, সেইখানটায় নিজের দরদ-ভরা সহযোগের দ্বারা পরিপূরণ প্রয়োজন। ইহাই কর্ম্মের মধ্যে শান্তি লাভের কৌশল। অস্থির অধীর অসহিষ্ণু হইয়া কেহ শান্তি পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারে না।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪৩)

যাহার অন্ন খাইয়া নিজেকে একটী দিন হইলেও প্রতিপালন করিয়াছ, তাহার অন্ন মারিবার কাজে সহযোগ করাকে অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিও। মানুষের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতার বন্ধন

যত দৃঢ় হইবে, জগৎ হইতে স্বার্থের হানাহানি তত কমিবে। পশুরাই কৃতঘ্নতা করে, মানুষ উপকারীর উপকার চিরকাল স্মরণ রাখে, দেবতারা অপকারীকেও ক্ষমা করিয়া আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করেন।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪৪)

কাহারও বিরোধিতাকে তোমরা গণনায় আনিও না, কিন্তু কাহারও প্রতি অপ্রেমিকও হইও না। কাহারও ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিও না, কিন্তু কাহারও বাধাতেই নিজ ধর্ম্মকার্য্য হইতে বিরত হইও না।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪৫)

সংসারে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইতেছে বলিয়াই কি জীবনকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে? সংগ্রামই যে জীবনের সত্যতার পরিচায়ক, তাহা কি ভুলিয়া যাইবে? সংগ্রামে কেহ দেখিতে না দেখিতে পরাভূত হইয়া যাইতেছে, কেহ বা অনায়াসে জয়গৌরব অর্জ্জন করিতেছে কিন্তু ইহার উপরে জীবনের মূল্য নির্ভর করে না। কে প্রতিটি সংগ্রামে জীবনের লক্ষ্যকে বড় করিয়া ধরিয়াছিল, সত্যের পতাকা ধারণ করিয়া চলিবার ফলেই কে বেশী করিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল, জীবনের মর্য্যাদা তাহারই উপরে নির্ভর করে। বিঘ্ন-বিপত্তি যতই অসামান্য হউক না কেন, আপন আদর্শের মহনীয়তায় বিশ্বাস লইয়া চলিও।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪৬)

যে কাজ কর, যে চর্চ্চা কর, জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে তাহারই মধ্য দিয়া তুমি ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছ, ইহা সুগভীর রূপে বিশ্বাস রাখিও। এই একটা মাত্র বিশ্বাসকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে

দেখিবে, তোমার চেষ্টার প্রতীক্ষা না রাখিয়া এমন কাজই কেবল তোমার হাতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, যাহা স্বভাবতই চিত্তমালিন্যনাশক।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪৭)

সকলকে প্রেম দিবে, সকলের প্রতি অন্তরের অকপট হিতৈষণা রক্ষা করিবে,—কাহাকেও পর ভাবিবে না। তোমার সাধনা নিখিল বিশ্বের সকলের মুক্তির জন্য, তোমার জীবন কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিজনার জীবনের গতিপথকে সুগম করিবার জন্য। তোমার নিজের জন্য তোমার ত কিছুই করিবার নাই। তোমার জন্য সবই করিবেন শ্রীভগবান্ স্বয়ং, আর চিত্ত-শুদ্ধির জন্য তুমি করিবে সব কিছু কেবল জগদ্বাসীর জন্য।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪৮)

নিজেকে বড়ই দুঃখী বলিয়া মনে করিতেছ কিন্তু তোমার অধিকাংশ দুঃখই ত কাল্পনিক। নিজেকে অন্যায় ভাবে দুঃখী বলিয়া ধারণা করিয়া কেবলি নিজেকে দুর্ব্বল করার একটা বাতিকই ত অধিকাংশ লোকের সর্ব্বস্ব-হরণ করিতেছে। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, দুঃখ তোমার নাই, দুঃখ তোমাকে অভিভূত করিতে পারে না, দুঃখ তোমার জন্য নহে। তুমি অমৃতের পুত্র, তুমি অমৃতত্ত্বেরই অধিকারী।

(১লা ভাদ্র, ১৩৪৯)

""মানি না ঈশ্বর"—বলি' উচ্চকণ্ঠে কহিল নাস্তিক,
"যে মানে ঈশ্বর, তারে শত বার দেই শত ধিক্!
মনের দুর্ব্বল যত ভীতিরে আশ্রয় করি' সবে
'ভক্তি কর ভগবানে' উচ্ছ্বসিয়া প্রচারিছে ভবে।"
আস্তিক ডাকিয়া কহে,—"ওহে ভাই! নিজেরে কি মানো?

তোমার অস্তিত্ব সত্য? অথবা কি মিথ্যা? তাহা জানো?
নিজে যদি না থাকিতে, কে করিত ঈশ্বরে নিধন?
তত্ত্ব-বিচারের লাগি' তোমার অস্তিত্ব প্রয়োজন।
সেই তুমি নিরঞ্জন নিষ্কল পরমব্রহ্ম বটে,
তাঁহারেই কোটি কণ্ঠে বাঞ্ছাকল্পতরু বলি' রটে।
তাঁহারি পূজার তরে মন্ত্র-তন্ত্র-ধ্যান-পাঠ-গান,
তাঁহারি কটাক্ষে কোটি বিশ্ব পায় প্রাণের সন্ধান।"

(১লা ভাদ্র, ১৩৫০)

সংসারে যাহারা বারংবার নানা অনভিপ্রেত ও ক্ষতিকর আচরণ দ্বারা তোমার উৎখাত কামনা করিয়াছে, প্রতিদানে তাহাদিগকে অভি-সম্পাত দিও না। তোমার অন্তরের ক্ষমা তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধন করুক,—ইহাই তোমার কাম্য হউক। ভগবানকে জানাও যে, এত বাধা দিলে তোমার পক্ষে তাঁহার কাজ করা ত কঠিন ব্যাপার, তিনি কি দয়া করিয়া এই সকল অজ্ঞান মানবের মন হইতে হিংসা তুলিয়া লইবেন না?

(১লা ভাদ্র, ১৩৫১)

তোমাদের জীবনের প্রত্যেকটা দিনই এক একটা স্মরণীয় দিন হউক। তোমাদের প্রতিদিনকার প্রত্যেকটা কর্ম্মই এক একটা অঘটন হউক। কর্ত্তব্যপালনের প্রত্যেকটী সাফল্য তোমাদের অসাধ্য-সাধন হউক। সিদ্ধির প্রত্যেকটী স্তরেই তোমরা অতুলন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অকল্পনীয়রূপে মহৎ হও। সর্ব্বজনের সর্ব্বশুভে নিজেকে বিকাইয়া দিয়া তোমরা জীবনের যাবতীয় কৃতিত্বের অংশভাক্ কর নিখিল বিশ্বকে।

আদর্শ তোমাদের হউক অনবদ্য, প্রযত্ন হউক নিষ্কাম, লক্ষ্য হউক নিষ্কলঙ্ক সুন্দর, সুচারুতায় সুশুভ্র।

(১লা ভাদ্র, ১৩৫২)

যে স্নেহে পাপ নাই, কলুষ নাই, তাহার লয় নাই, ক্ষয় নাই। যে ভালবাসায় লালসার সংশ্রব নাই, তাহা অনন্তকালস্থায়ী। যে ভালবাসা স্বার্থের সহিত আপোষ করে না, তাহা বিপত্তি দেখিয়া দুর্ব্বল হয় না। নিত্যপ্রেমই তোমার লক্ষ্য হউক, ক্ষণিক উচ্ছ্বাস নহে।

(১লা ভাদ্র, ১৩৫৩)

"ক্ষুদ্র এক বিন্দু জলে জন্মভরা পিপাসা কি
মিটিবারে পারে?"—
সজল কাতর কণ্ঠে প্রশ্নাকুল মম আঁখি
জিজ্ঞাসে আমারে।
কহিলাম,—"ওরে আঁখি, তুই বড় ভাগ্যবান্,
একবিন্দু জলে
কোটি অন্ধকার প্রাণ ক'রে দিস্ রশ্মিমান্
প্রেমের অনলে।
এক বিন্দু জল!
তোরি মাঝে মহাসিন্ধু নিয়ত বিরাজমান
অগাধ অতল।"
—বিন্দু শুধু বিন্দু নয়, অনিন্দিত মহিমায়
চির-দীপ্যমান,
সিন্ধুর সে জন্মভূমি, নিজ ক্ষীণ দীনতায়
প্রেমের প্রমাণ।

(১লা ভাদ্র, ১৩৫৪)

তোমাদের যে শক্তি কত, তাহা তোমরা জান না। তাই অত আত্ম-অবিশ্বাস। যদি শুধু অনুশীলন কর, তাহা হইলে তোমাদের একটা ক্ষীণতম ইচ্ছার দ্বারা জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে অভাবনীয় কাণ্ড তোমরা ঘটাইয়া দিতে পার। সাত্ত্বিক রুচি লইয়া আত্মশক্তির বিকাশে যত্নবান্ হও।

(১লা ভাদ্র, ১৩৫৫)

কিছুই অসাধ্য নাহি তোমাদের কাছে,
এ বিশ্বাসে হও ভরপুর ;
নিজেরে অবজ্ঞা করা হীনজনে সাজে,—
সর্ব্ব-অবিশ্বাস কর দূর।
সবারে ডাকিয়া আনি' কাজ দাও হাতে,
অলস কেহ না যেন থাকে ;
যে যত বহিতে পারে, ভার দাও মাথে ;
ডাকো সবে কর্ত্তব্যের ডাকে।
অতন্দ্রিত দুঃসাহসে হৃদি ভ'রে দাও,
কর্ম্মযোগে দাও উদ্দীপন ;
বিশ্বের সেবায় লাগি' সবে টেনে নাও,—
ধন্য হোক্ মনুষ্য-জীবন।

(১লা ভাদ্র, ১৩৫৬)

বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ হও। বাধা-বিঘ্ন তোমার কি করিতে পারে ?

(১লা ভাদ্র, ১৩৫৭)

বিশ্বাসী আত্মদৃষ্টা নিজ লক্ষ্যে লাগিয়া থাকে। অবিশ্বাসী বারংবার

দিক্-পরিবর্ত্তন করে। বিশ্বাসের বলে ভাঙ্গা নৌকাতেই তুমি উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসমুদ্র অবহেলে পার হইয়া যাইবে। বিশ্বাস ছাড়িও না।

(১লা ভাদ্র, ১৩৫৮)

চল এবং চালাও,—কর এবং করাও,—জাগো এবং জাগাও,—ইহাই তোমাদের হউক মূলমন্ত্র।

(১লা ভাদ্র, ১৩৫৯)

সাধন-বলে বলীয়ান্ হও, ঐক্যের বলে বলীয়ান্ হও, উন্নততম আদর্শের বলে বলীয়ান্ হও। দুর্ব্বল থাকিও না জীবনের কোনও একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশেও।

(১লা ভাদ্র, ১৩৬০)

শত্রু-মিত্র সকলেরে জানিয়া আপন,
সকলের হিতকর্ম্মে সঁপ তনু-মন।

(১লা ভাদ্র, ১৩৬১)

শত দুঃখ-দারিদ্র্যেও ভুলিও না লক্ষ্য আপনার,
জীবন-বল্লভে দিয়া সুখ-দুঃখ হও শুধু তাঁর।
কত তব ইষ্টপ্রেম দুঃখ তার পরীক্ষা কেবল,
তাঁর নিত্য-স্মৃতি কর প্রতিক্ষণে একান্ত সম্বল।
তাঁহারি ভরসা কর, জানি' তাঁরে পরমসহায়,
প্রস্ফুটিত পুষ্প সম আত্মদান কর তাঁর পায়।

(১লা ভাদ্র, ১৩৬২)

পয়লা আশ্বিনের বাণী

ভয়মুক্ত হোক্ আজি দেহ-মন-প্রাণ,
নির্ভয়ে কর্ত্তব্যে তব হও আগুয়ান্।
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিতে সাধন
কুণ্ঠাহীন চিত্তে দান করহ জীবন।

(১লা আশ্বিন, ১৩৩৭)

কর্ত্তৃত্বলোভহীন সেবা এবং নেতৃত্বলোভবর্জ্জিত ত্যাগ,—ইহারাই সার্থকনামা সঙ্ঘ গড়িয়া থাকে। আদর্শ জীবন যাপনে আগ্রহশীল নেতাই সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ সেবক। অপরের দোষানুসন্ধানে তৎপর দুর্ব্বলেরা নহে, সকলের সর্ব্বদোষ ক্ষমা করিতে সমর্থ সবলেরাই সঙ্ঘকে শক্তিমান্ করে। কারণ, যেখানে ক্ষুদ্র অপরাধের ক্ষমা আছে এবং বৃহৎ অন্যায়ের সংশোধন সম্ভব, সেখানেই অধিকতম সংখ্যায় সেবকের দল মিলিত হইয়া থাকে।

(১লা আশ্বিন, ১৩৩৮)

ক্ষুদ্রেরাই জগতের চূড়ান্ত মহৎ,
একথা বিশ্বাস কর মনে।
দুর্দ্দম ক্ষুদ্রের বল, লক্ষ্য হ'লে সৎ;
আত্মীয়তা কর তার সনে।
হাতে দাও শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, পুণ্যময় ধনু,—
বক্ষে দাও সাহস দুর্ব্বার;
টঙ্কারে টঙ্কারে তার প্রকম্পিত তনু
হোক্ যত অশুদ্ধচেতার।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি' ক্ষুদ্রের সেবারে
উদ্যত করিয়া তোল আজ,
মহাকার্য্যে আত্মদান করি' বারেবারে
ধরুক সে সম্রাটের সাজ।
শুচিতার শ্বেতচ্ছত্র ছায়া দিক্ শিরে;
সততার হৈম পদ-ত্রাণ,
আত্ম-প্রসাদের বর্ম্ম সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
করুক প্রেমের জয়গান।

(১লা আশ্বিন, ১৩৩৯)

ক্ষুদ্র বলিয়াই কর্ম্ম ক্ষুদ্র নহে। তুমি কার্পণ্য-স্বভাব লইয়া তাহা করিয়াছ বলিয়াই উহা ক্ষুদ্র। তুমি চিত্তের শুদ্ধতম প্রেরণাকে তাহার সহিত সংযোজিত কর নাই বলিয়াই উহা ক্ষুদ্র। তুমি বিশ্বের সকলের হিত সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা কর নাই বলিয়াই উহা ক্ষুদ্র। কার্পণ্যস্বভাব পরিহার কর, শুদ্ধ প্রেরণার সংযোজন কর, জগদ্ধিতলক্ষ্য হও,—দেখিবে, তোমার ক্ষুদ্র কর্ম্মই জগতের মহত্তম মহিমায় মণ্ডিত হইবে।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪০)

যাঁহারা তোমাদের বিরোধ করিতেছেন, তাঁহারা তোমাদের শত্রু নহেন। তোমাদের পরম মিত্র পরমেশ্বর শত্রুর ছদ্মবেশ মাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের অসম্মান করিও না। অশেষ সৌজন্যের দ্বারা তাঁহাদের এমন করিয়া অভিভূত করিয়া দাও যেন তাঁহাদের অন্তরস্থ ভগবান্ নিজের ছদ্মবেশ ধারণের কথা ভাবিয়া লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন

এবং অচিরে তাঁহার প্রকৃত প্রেমময় স্বরূপটী লইয়া হাসিতে হাসিতে তোমাকে বক্ষে ধারণ করেন।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪১)

কুমারী-জীবনে পূর্ণ পবিত্রতা যে নারীমাত্রেরই ভাবী-জীবনের পক্ষে অশেষ সুখের কারণ, এই কথাটা সকল মেয়েদের কাণে পৌঁছাইয়া দাও। কুমার-জীবনে আপ্রাণ প্রয়াসে ব্রহ্মচারী থাকায় যে সেই একটা মানুষের কুশলের সাথে সাথে সমগ্র জাতির হিতের সুব্যবস্থা হয়, ইহাও সকল ছেলেদের কাণে পৌঁছাইয়া দাও। আজ যাহারা তরলমতি বালক ও বালিকা, কাল তাহারাই হইবে সমাজের অভিভাবক ও অভিভাবিকা। নারীর শক্তির বিকাশ ঘটাইবার প্রথম সোপান তাহার অক্ষত কৌমার্য্য, পুরুষেরও শক্তির মূলভিত্তি তাহার কুমার-জীবনের ব্রহ্মচর্য্য। এই শিক্ষা দেশকে দাও। দেখিও পশুর দেশ দেখিতে না দেখিতে কতিপয় বৎসরের মধ্যে মানুষের দেশে, দেবতার দেশে পরিণত হইবে।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪২)

তোমার নিকটে মানুষের প্রাপ্য প্রেম। অন্য কিছু দিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিবে না। অন্য কিছু দিয়া তাহাকে বশীভূতও করিতে পারিবে না। প্রেমেরই শরণাপন্ন হও, যেই প্রেম প্রতিদান চাহে না, যেই প্রেম কলুষ-কলঙ্কের সহিত সখ্য স্থাপন করে না।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪৩)

যত বার তুই চরণ বাড়াবি সম্মুখে,

তত বার তুই স্মরণ করিবি ঈশ্বরে ;

মোহ-প্রলোভন মায়াজালে যদি পথ রুধে,

তথাপি যেন না প্রাণমন তাঁরে বিস্মরে।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪৪)

সকলেরে দাও শান্তি, সকলেরে দাও ভালবাসা,

পীযূষ ঢালিয়া প্রাণে সকলের মিটাও পিপাসা,

স্বার্থহীন সেবা দিয়া সকলেরে করহ আপন,

বিনিময়ে চাহ শুধু আত্মপ্রসাদের মহাধন।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪৫)

সংসারের সব-কিছু ভুলিয়া গিয়া নিজেকে ডুবাইয়া দাও পরম-মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র-ধ্যানে! সব যেদিন ভুলিবে, দেখিবে, তোমার সকল প্রাপ্তি, সকল ধন, সকল সম্পদ, সকল আপন, তৃপ্তির সকল আস্পদ ও প্রীতির সকল প্রতিমা তাঁর চরণপ্রান্তে আসিয়া তোমাকে ধরা দিয়াছে। বাহিরে খুঁজিয়া-চাহিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া যাহাদের পাও নাই, দেখিবে, বিনা প্রার্থনায় সব আসিয়া তোমার নিকটে ধরা দিয়াছে। তাই তিনি কল্পতরু।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪৬)

তোমাদের যে শক্তি কত, তাহার প্রমাণ বা পরিচয় তোমাদের নিকটে চির-অজ্ঞাত রহিয়া যায় শুধু এই শক্তিকে প্রয়োগের কোনও সাধনা তোমাদের নাই বলিয়া। পথ যতই দীর্ঘ হউক, নিয়ত চলিতে থাকিলে তাহা শেষ হইবেই। এই বিশ্বাস লইয়া কাজে নাম। অনুশীলন করিতে করিতেই শক্তি বাড়িবে।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪৭)

তোমরা সংখ্যায় অল্প বা অর্থসামর্থ্যে দীন, একথাই তোমাদের পক্ষে যেন চূড়ান্ত রায় না হইয়া যায়। আত্মিক শক্তিতে কেন তোমরা অপরের অপেক্ষা হীন হইবে? চিত্তের শুদ্ধতা ও চরিত্রের বলে কেন তোমরা অপরের অপেক্ষা হেয় হইবে? সততা, সত্যনিষ্ঠা, আদর্শের স্বচ্ছতা, আচারের পবিত্রতা এবং সর্বোপরি পারস্পরিক প্রেম-জনিত একতা তোমাদের শক্তিকে অপরাজেয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ত্রিভুবনপ্রজ্বিত কেন করিবে না?

(১লা আশ্বিন, ১৩৪৮)

যেই দিন আমি শূদ্রের কর্ণে পবিত্র ব্রহ্মগায়ত্রী দিয়া ঘোষণা করিলাম,—"তোমার শূদ্রত্ব ঘুচিল",—সেই দিন হইতেই ধর্ম্ম-বিপ্লব সুরু হইয়াছে। যেই দিন আমি নারীর কর্ণে ওঙ্কার-মন্ত্র ঢালিয়া দিয়া বলিলাম, "তোমার শূদ্রত্ব ঘুচিয়াছে",—সেই দিন হইতেই বিপ্লবের এক বিপুল তরঙ্গ-তাড়না নিখিল বিশ্বের শূদ্রত্ব-মোচনের জন্য সুরু হইয়া গিয়াছে। তোমরা প্রতিজনে সেই মহাবিপ্লবের সৈনিক-সৈনিকা। ব্রাহ্মণকে তোমরা বিদ্বেষ করিও না, শ্রদ্ধা করিও, পূজা করিও। কারণ, নিখিল বিশ্বকে শূদ্রত্বের মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করা ব্রাহ্মণেরই ত কাজ। তিনি যদি সেই কাজ ভুলিয়া গিয়া থাকেন, দুঃখিত হইতে পার, বিদ্বেষ করিতে পার না। বিদ্বেষ দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে। শ্রদ্ধা দেয় জ্ঞান, প্রেম দেয় পূর্ণতা।

(১লা আশ্বিন, ১৩৪৯)

নিজেকে ভগবানের কাজের জন্য সর্ব্বদা উদ্যত করিয়া রাখা এবং কাজ না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারই চরণে মনকে একাগ্র ভাবে লগ্ন করিয়া ধরা,—ইহারই নাম যোগ। তাঁহার কাজ যখনি আসিয়া পড়িল, তখনি

সব কিছু ছাড়িয়া তাহাতে লাগিয়া পড়িলাম,—ইহারই নাম ত্যাগ। তোমার জীবন যোগ ও ত্যাগের মিলন-ভূমি হউক।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫০)

ধ্যানে মন রাখিবে। সর্ব্বকর্ম্মে মন রাখিবে পরমেশ্বরে। যে ইহা করে, তাহার সর্ব্বশক্তিকে তিনি দিব্যপথে পরিচালিত করেন। যে নির্ভর করে, নির্ভাবনা তাহার প্রাপ্য সম্পদ। নির্ভর করিলে কেবল ভয়ই দূর হয় না, দুর্ভাবনাও যায়। সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তোমার জীবন ঈশ্বরময় হইয়া যাইবে। তিনি আর আমি এক, তুমি আর তিনি এক, একথা মনে রাখিবে। তুমি আর আমি এক, আমি আর তিনি এক, ইহাও মনে রাখিবে। নিরন্তর সাধন ও অকপট আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়াই এই একত্ব আস্বাদিত হয়।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫১)

তোমার অহংকে তুমি ধূলায় লুটাইয়া দাও। দেখিবে, ইহার ফলে তোমার ভিতরে কি মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। প্রতি কর্ম্মে নিজেকে ভগবানেরই সেবায় নিয়োজিত বলিয়া অনুভব কর। দেখিবে, সংসারের নীচ অভিমান তোমার কাছে আসিতে ভয় পাইবে। অহং যাহার মরিয়াছে, সে আত্মারাম হইয়াছে।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫২)

যে তর্ক করে, সাধন করে না, তাহার জন্য জগতের কোনও কুশল নাই। যে সাধন করে, তর্ক করে না, তাহার অপ্রাপ্য জগতে কিছুই নাই। যে সাধনের উদ্দীপনা-বর্দ্ধনের জন্য তর্ক করে, বিচার-বিতর্কে সুপ্রবোধ পাওয়া মাত্র তর্ক ছাড়ে এবং সাধনে ডোবে, সেও মহাভাগ্য-

বান্। যে তর্কই করে, বুঝও পায় না, প্রবোধও পায় না, সাধনও করে না, তাহার জীবন নিষ্ফল।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫৩)

যে নিজেকেই জানে সর্বজ্ঞ এবং জ্ঞানকে করে উপহাস, সে নিজেকেই উপহাস করে। যে নিজেকে অজ্ঞান জানিয়া জ্ঞানকে করে পূজা, সে নিজেকেই পূজা করে। পূজা তোমার অন্তরের স্বভাব। অহং-প্রণোদিত দম্ভ সেই স্বভাবকে অভাবে পরিণত করে। ইহা হইতে প্রত্যেকে সাবধান হও।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫৪)

ভালবাসাই জীবের স্বভাব। যে স্বভাবে থাকে, সে বিনীত হয়, নম্র হয়, হিংসা-বিদ্বেষের পথ পরিহার করে, ভালবাসার বলে প্রাণের পরম আরাধ্যকে সহস্র যোজন দূর হইতে টানিয়া আনিয়া আত্মার সিংহাসনে বসায়। সে ভুবনজয়ী হয়, কারণ সে আত্মজয়ী হইয়াছে।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫৫)

সংসারকে তুচ্ছ মনে করিও না, তাহার কোনও কর্ত্তব্যকেও তুচ্ছ বলিয়া অবহেলা করিও না। সংসারকে জানিয়া লও ভগবানের খেলার দোল্‌না, শিশুটী সাজিয়া দোল্ খাইতে এবং তোমাকে দোল খাওয়াইতে তিনি ভালবাসেন। তোমরা তোমাদের জীবন ভগবানের কাজে দিবার জন্য প্রস্তুত হও, দোল না খাইয়া বিনিময়ে তাঁহার কোল পাইবে। সংসার তাহার পক্ষেই মারাত্মক স্থান, যে ভগবানকে সহজেই ভুলিয়া যায়।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫৬)

পরমেশ্বরে মন রাখিয়া পথ চল। পা বিপথে যাইবে না।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫৭)

পরমেশ্বরে কর আত্মসমর্পণ। নিজের অস্তিত্বকে একমাত্র তাঁহার সেবাতেই জান সার্থক। তিনিই নিজ হস্তে তোমার সকল অজ্ঞানতা নাশ করিবেন, অবিদ্যা আর তোমাকে পরাভূত করিতে পারিবে না।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫৮)

পুণ্যার্জ্জিত অন্ন দ্বারা উদর পূরণ এবং অন্যকে থালা ভরিয়া অন্ন-দান,- আমার মতে ইহারা ভগবৎ-সেবার শ্রেষ্ঠ সহায়। সৎ জীবন যাপনকারীই সদুপায়ে অন্নার্জ্জনে সমর্থ। এমন ব্যক্তিদের শুক্র-শোণিতেই জগৎ-পাবন পুরুষেরা সহজে আবির্ভূত হন।

(১লা আশ্বিন, ১৩৫৯)

নিজেকে বিশ্বতোমুখ বিস্তার দিতে হইলে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিজেকে দেখিতে হয়, বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুর দুঃখে ব্যথিত চঞ্চল হইতে হয়, সকলের দুঃখ-নিবারণের জন্য আগ্রহ-ভরে ছুটিয়া যাইতে হয়।

(১লা আশ্বিন, ১৩৬০)

পরের ভুল দেখিলে ক্রোধ বাড়ে, নিজের ভুল দেখিলে বিনয় আসে। পরকেই পরের ভুল লইয়া থাকিতে দাও, নিজের ভুল নিজে সংশোধন কর। তোমার আত্মসংশোধনের চেষ্টা যখন হইবে নিবিড়, অকপট এবং একান্ত, তখন তোমার চেষ্টা বিনাই শত শত পরের জীবনে শুদ্ধিলাভের ব্যগ্রতা আসিবে। মানুষ প্রেরণা পায় দৃষ্টান্তে, উপদেশে নহে।

(১লা আশ্বিন, ১৩৬১)

নববর্ষের বাণী

বিশ্বেরে ডাকিয়া কহ,—"কেহ নাহি বড়,
কেহ নাহি ছোট এ জগতে ;
নিজেরে ভাবিয়া হীন কেন জড়সড় ?
উচ্চ-নীচ হয় সহবতে।
মহৎ আদর্শ আর পুণ্য অভিপ্রায়ে
রূপ দিতে জীবনের কাজে
দলি' বিভীষিকা আর বাধাবিঘ্ন পায়ে
গমন যাহার রণ-সাজে,
বিনা প্রার্থনায় তারে পূজে সর্ব্বজন।
সেবক সবার বড় হয় ;
'আমি বড়, আমি বড়' কহে অনুক্ষণ,
সে জন কখনো বড় নয়।"
(১লা আশ্বিন, ১৩৬২)

---

created by Mukherjee TK, Dhanbad

পয়লা কার্ত্তিকের বাণী

যত ধূলি সব জানো কান্ত-পদরেণু ;
যত শিলা সব জানো মহেশ্বর-তনু।
যত বাক্য সব জানো বেদমন্ত্র-ধ্বনি ;
যত দুঃখ সব জানো আনন্দের খনি।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৭)

সর্ব্ববিঘ্নে সর্ব্ববিপদে মন লাগাইয়া রাখিও তাঁহার পায়ে, যিনি বিঘ্ন দিয়া তোমার পেশীর শক্তি বাড়াইতেছেন, বিপদ দিয়া তোমার মনে তাঁহাতে অসীম নির্ভর জাগাইতেছেন। পথ বাধাহীন হইলে তুমি দুর্ব্বল থাকিতে, সর্ব্বদাই সুখ পাইলে তুমি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৮)

কি চাহি, তাহা কি মুখে বলিতে হইবে? তোমরা কি তাহা অনুভবে বুঝিতে পার না? অনুভবে না পাও, অন্ততঃ অনুমানও ত করিতে পার! আমি চাহি তোমাদের ভিতরের ঈশ্বরত্বের বিকাশ। আমি চাহি তোমাদের ত্রিলোকদুঃখহারী প্রেমময় মূর্ত্তি! আমি চাহি তোমাদের নিষ্পাপ নিষ্কলুষ নিরালস দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-হীন হৃদয়, যাহা একমাত্র পরদুঃখেই কাতর।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৯)

আত্মপ্রতিষ্ঠার লাগি' ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া মরি, হায় ;
যতই প্রতিষ্ঠা চাহি, ততই প্রতিষ্ঠা লোপ পায়।

যতই ব্যাকুল হই,—কোথা যশ, কোথায় সম্মান,
ততই অনর্থ সৃজি' আপনারে করি' হতমান।
সহসা জাগিল মনে,—"লোক-প্রতিষ্ঠায় কিবা লাভ?
প্রয়োজন শুধু কিসে ফিরে পাই আপন স্ব-ভাব।
নিজেরে দেখিয়া নিজে বিমোহিত হইবে অন্তর,
আমার আনন্দ দেখি' হৃষ্ট হবে বিশ্ব-চরাচর।
নিজেরে পাইয়া নিজে আত্মারাম সুখ-দুঃখ-হীন
সর্ব্বত্র পাইব মোরে; আমাতে নিখিল বিশ্ব লীন।
আমি ছাড়া কিছু নাহি রহিবে এ ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে;
ঘুচিবে এ পাপ-চক্র,—জন্ম-জরা-মৃত্যু বারংবারে।"

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৪০)

তুমি আমার সন্তান, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত দেশই তোমার স্বদেশ। সকল দেশের সকল নাগরিকই তোমার স্বদেশবাসী। সকল ধর্ম্মের সকল সমাজের লোকই তোমার পরমাত্মীয়। সকলকেই তুমি সমান ভালবাসিবে, সকলের প্রয়োজনেই অবহেলে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিবে।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৪১)

সমগ্র বিশ্বের শান্তি তোমাদের লক্ষ্য, একটা সমাজের বা একটা দেশের শান্তিতেই তোমরা তুষ্ট থাকিতে পার না। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি প্রাণীর মোক্ষই তোমাদের লক্ষ্য, একটী মানুষের বা একটী সমাজের লোকদের মোক্ষ লইয়াই তোমরা তুষ্ট হইতে পার না।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৪২)

এমন হও যেন যেখানে যাইবে, সেখানে তোমার আবির্ভাব মাত্র

চতুর্দ্দিকের আবহাওয়ার বদল হইয়া যায়। তোমার বক্ষের প্রশ্বাস, চক্ষের দৃষ্টি যেন চারিদিকে পবিত্রতার দিব্য সুষমা সৃষ্টি করে। তুমি যখন মানুষের মধ্যে আদর্শের মহিমা-খ্যাপন করিবে, তখন যেন প্রতিটী শ্রোতা তোমার মধ্যে সেই আদর্শের প্রকৃষ্টতম রূপায়ন দেখিতে পায়।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৩)

কাজে নামিলেই মানুষ নিজ যোগ্যতার পরিচয় পায় এবং আজিকার ক্ষুদ্র যোগ্যতা কালিকার বৃহৎ যোগ্যতার রূপ ধারণ করে। প্রতিটী অলস হস্তকে কাজে লাগাও, প্রতিটি কর্ম্মকুণ্ঠ মনকে কর্ম্মের সমুদ্রে ফেলিয়া দাও। উহার উত্তাল তরঙ্গমালার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সে তীরে উঠুক এবং আত্মশক্তির প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সে বৃহত্তর কর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া আসিতে প্রলুব্ধ হউক।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৪)

সাহস, শৌর্য্য ও সংযম,—এই তিনটার একত্র সমাবেশ হউক তোমার চরিত্রে। নিষ্ঠা, নিষ্কলুষতা এবং গভীরতা এই তিনটার চিহ্ন থাকুক অলোপ্য হইয়া তোমার প্রতিটী কর্ম্মে।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৫)

চিন্তা ও বাক্যে এক হও, বাক্যে ও কর্ম্মে এক হও। লক্ষ্যে ও গতিতে এক হও, প্রেরণায় ও পরিণতিতে এক হও।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৬)

তোমার উন্নত আদর্শ, তোমার নিষ্কলঙ্ক কর্ম্মধারা, তোমার অনিন্দ-নীয় লক্ষ্য, তোমার অনবদ্য সংগঠন-প্রণালী যেন তোমার ধ্যানের জগতে রম্যস্থান অধিকার করিয়া চিরস্থায়ী মহিমায় বিরাজমান থাকে,—কেবল স্বপ্নরূপেই যেন পথ চলিও না। নিজের ধ্যানকে গভীর কর, অপর সকল-

কেও এই ধ্যানে মজাও। নিজে কাজে লাগ, অপর প্রত্যেককেও কাজে লাগিতে বাধ্য কর। বিচিত্র কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্য দিয়া তোমার বিশ্ব-ত্রাণ ঐক্যবাদন সুরু হউক।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৪৭)

দরিদ্র হইলেই কেহ ছোট হয় না। চরিত্র যাহার সুন্দর, অন্তর যাহার শুদ্ধ, রুচি যাহার পবিত্র, চেষ্টা যাহার খলতাবর্জ্জিত, সে দরিদ্র হইলেও ধনী। তার মত মহৎই বা কে আছে, সুন্দরই বা কে আছে?

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৪৮)

জগতের সকল লোকের প্রশংসা-ভাজন হইবে, এমন দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির কখনো আশা-পূরণ হয় না। নিজ বিবেকের নিকটে যদি তুমি প্রশংসিত হইতে পার, তবে আর কাহার প্রশংসা পাইবার তোমার প্রয়োজন আছে?

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৪৯)

প্রতি কার্য্যে, প্রতি অকার্য্যে, প্রতি পাপে, প্রতি পুণ্যে, মন্দিরের নির্ম্মাল্যে, পাইখানার গামলায় আমাকেই দর্শন কর। ধ্যানে, ধৈর্য্যে, ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতায়, মনের অবাধ্যতায় আমাকেই দর্শন কর। লালসায়, বৈরাগ্যে,, অনুরাগে, বিদ্বেষে, আমাকেই দেখিয়া অভীঃ হও। আমা-ছাড়া কিছু নাই। যেদিন ইহা দেখিবে, সেদিন জানিবে, তুমিও আমিই, অন্য কিছু নহ।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫০)

ধৈর্য্য ও ক্ষমা জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুষমমণ্ডিত করে। ধৈর্য্য দেয় মহিমা, ক্ষমা দেয় সুষমা।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫১)

তোমরা যখন জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নাম একবার কর, আমি তখন আবার তোমাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নাম দশবার করি। ইহা বিশ্বাস করিও। তোমাদের নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল আমার হাতে ছাড়িয়া দাও এবং কুণ্ঠাহীন মনে প্রতিজনে বিশ্বের মঙ্গলে আত্মোৎসর্গ কর।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫২)

যে যত অক্রোধ, সে তত দীর্ঘজীবী।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৩)

প্রত্যেকটী পাথর উলটাইয়া দেখিতে হইবে, ইহার নীচে জল আছে কিনা। প্রত্যেকটী ছাইয়ের গাদাতে ফুঁ দিয়া দেখিতে হইবে, ইহার মধ্যে লুক্কায়িত বহ্নি আছে কিনা। প্রত্যেকটী মাটির ঢেলাকে মনে করিতে হইবে সোণার চাকা এবং এইভাবে চির-অবজ্ঞাতদেরও জানিতে দিতে হইবে যে, তাহাদিগকে আদর করিবার, তাহাদের কদর বুঝিবার মানুষ আছে।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৪)

মিলনেই তৃপ্তি, বিচ্ছেদে নহে। ঐক্যেই কুশল, সংঘর্ষে নহে। সত্যেই সাহস, কাপট্যে নহে। পবিত্রতাতেই আত্মপ্রসাদ, অসংযমে নহে।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৫)

বর্ষের প্রতিটি দিনই আমার দৃষ্টিতে নববর্ষের দিন। শতাব্দীর প্রতিটী দিনেই তোমার নবজন্ম ঘটিতেছে,—প্রতিদিনই তোমাদের শুভদিন। প্রত্যেকটী নবদিবসে নব নব সৎকার্য্যে তোমাদের সবল বিক্ষেপ দেখিতে চাহি।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৬)

দুর্ব্বলের মত পিছন তাকাইও না, ভীরুর মত পিছন ফিরিও না। অনন্ত সম্মুখ পানে প্রাণভরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হও! অকম্পিত চরণে চল পথ, অকুণ্ঠ অন্তরে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎকে জানাও "স্বাগতম্"।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৭)

পরস্পর পরস্পরের অন্তরের আবিলতা দূর করিবার কাজে লাগিয়া যাও। পরের গায়ের কাদা ধোয়াইতে গেলে কিছু কাদা নিজের গায়েও লাগে কিন্তু মধ্য-পথে কাজ ছাড়িয়া না দিলে অপরকে পরিপূর্ণ শুদ্ধ করিতে করিতে নিজেও শুদ্ধ হইয়া যাইবে। অপরের কাপড়ে সাবান লাগাইয়া ধোবা যখন তাহা পরিষ্কার করিতে লাগিয়া যায়, তখন সেই সাবান-জলের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহারও নিজ হস্ত-পদ শুভ্র হয়। সকলের অন্তরে সাত্ত্বিকী প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়া প্রমাণ কর যে, তোমরা স্বরূপানন্দ-সন্তান। একার মুক্তি অতি তুচ্ছ লাভ, সমগ্র বিশ্বকে লইয়া মুক্তিই লাভের যোগ্য এবং লোভের যোগ্য।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৮)

মনুষ্য-জীবন সংগ্রামের জীবন। দুর্ব্বল ও অলসের এই জীবনে কোনও সার্থকতা নাই। অপরের কৃপা-কটাক্ষের উপরে দুর্ব্বলের ভাগ্য-দোলা দুলিতেছে। অপরের পদাঘাতের নীচে অলসের শির লুণ্ঠিত হইতেছে। জীর্ণ দুর্ব্বলতা ও ভীরু অলসতার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া সরল মেরুদণ্ডে দাঁড়াও। তবে না দিগ্বিজয়ের অধিকার পাইবে!

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৯)

দেবপূজার নির্ম্মাল্যের মত হও পবিত্র, শুভদ ও তৃপ্তিদ। প্রত্যেকে

তোমরা পবিত্রতার ও সর্ব্বজীবশুভ-সাধনের আদর্শকে মনে, ধ্যানে ও জীবনের কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত কর।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৬০)

মানুষের সংস্পর্শ মানুষকে ভালবাসিবার সামর্থ্য প্রদান করুক। মানুষের কাছে আসিয়া মানুষের বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা বাড়ুক। মানুষকে পাইয়া মানুষ নির্ভর করিতে রুচিমান হউক, পরম নিশ্চিন্ততা আহরণ করিতে সমর্থ হউক। আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভর, নিশ্চিন্ততা, প্রেম, প্রীতি, সৌহৃদ্য ও সহানুভূতিই যদি না জাগিল, তবে মানুষের সহিত মিলিত হইয়া মানুষের কি লাভ হইল?

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৬১)

পিতামাতার সেবার মধ্য দিয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব আহরণে যত্নশীল হও। মাতাপিতার প্রতি যে অকৃতজ্ঞ, সে গুরুর প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি, বিশ্বের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। অকৃতজ্ঞতার মতন দেবত্ব-ঘাতক অবগুণ আর কিছু এই জগতে নাই। জীবনে যত অধমই হও, অকৃতজ্ঞের মত অধম হইও না।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৬২)

———

পয়লা অগ্রহায়ণের বাণী

আমি তোমার দেহকে আমার অধীন করিতে চাহি না। তোমার মনকে আমি আমার মনের পরশ দিয়া সরস করিব। আমি তোমার হৃদয়কে আমার হৃদয়ের প্রেম দিয়া শতদলে ফুটাইয়া তুলিব। আমি তোমার প্রাণকে আমার প্রাণের বিদ্যুৎ দিয়া জাগাইয়া তুলিব। তোমার আত্মাকে আমার আত্মার সহিত অভিন্ন করিয়া তোমাকে নিখিল বিশ্বের আত্মার আত্মীয় করিব। ইহাই আমার জীবনের ব্রত।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩১)

পরাজয়ের বিভীষিকারূপিণী তাড়কা-রাক্ষসীকে বিশ্বাসের শূলে বিদ্ধ করিয়া হত্যা কর। দিগ্বিজয়ই তোমার ভাগ্যলিপি, অবিনশ্বর সফলতাই তোমাদের কর্ম্মফল। যে কাজে পরাজয় আসে, তাহা বর্জ্জন কর। যাহাদের সঙ্গে বাস করিলে পরাজিতের মনোবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ কর। আমি কি শতবার তোমাদের বলি নাই যে, কুসঙ্গই ভুজঙ্গ?

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮)

অপরের সহায়তার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করিও না। সময় মত কাজে নামিয়া পড়। কাজ আগাইয়া যাইতে থাকিলে সহায়তা-কারীরা আর দূরে থাকিতে পারিবেন না। যাহাদিগকে তোমার সহায়-সম্বল মনে করিয়া মুখাপেক্ষা করিতেছ, তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বই

জনই তোমার সহায়ক নহেন। ইহারা অনেকেই তোমার কার্য্যের দর্শক মাত্র, দুই চারি জনে দোষানুসন্ধক। আপন হাত, জগন্নাথ। পুরীর জগন্নাথের হাত নাই কেন জান? তোমার হাতের মধ্য দিয়া তিনি নিজ কাজ করাইবেন বলিয়াই হস্তাবলোপ করিয়াছেন।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯)

তোমাদের প্রত্যেকের যে শক্তি কত, তাহা জান না বলিয়াই ত আমি তাহা জানাইতে আসিয়াছি। আমি চিরন্তন সত্য রূপে আসিয়াছি তোমাদের ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য। তোমরা আর আমি এক। তোমরা ব্রহ্ম-স্বরূপ। তোমরা জলের বুদ্বুদ নহ, অমাবস্যার জোনাকী নহ।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০)

ক্ষুদ্র কাজকে যাহারা তুচ্ছ মনে করে না, বিরাট কাজ করিবার ভার তাহারাই পায়।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১)

ঝড়ের মুখেও যে নিজের লক্ষ্য ছাড়ে না, তাহাকেই বলিব আমার সন্তান। ভূকম্পের মুখেও যে পথ-পরিত্যাগ করে না, তাহাকেই বলিব আমার সন্তান।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪২)

সৎকাজে তোমার সত্যই ইচ্ছা রহিয়াছে, এই কথাটা জোর করিয়া বলিতে পারিবে কি? ইচ্ছা যাহার আছে, কাজও তাহার হইতেছে। ইচ্ছা নাই বলিয়াই তোমাদের কাজ হয় না।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩)

নববর্ষের বাণী

ইচ্ছাকে প্রবল হইতে প্রবলতর কর, একদিন দেখিবে, নিমেষের মধ্যে এক যুগের কাজ হইয়া যাইবে।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪)

কোনও বড় কাজই কেবল একটা লোকের উদ্যমে সমাপিত হইতে পারে না। জনে জনে তাহাতে হাত লাগাইবে, মেধা-মনীষা-প্রতিভার প্রয়োগ করিবে, তবে বড় কাজ হইবে। জগন্নাথের রথের দড়ি কেবল একটা লোকে টানিলেই রথ চলা সুরু করে না। বহুজনের হাত পড়িলে অল্প অল্প আয়াসেই ঘর্ঘর-নিনাদে রথ চলিতে থাকে। একবার যদি চলা হয় তাহার সুরু, কে আর তাহাকে থামাইবে ?

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫)

আমার সন্তান কেবল অখণ্ডই নহে, সে অসীম, অনন্ত, অপার। তাহার জাতি নাই, দেশ নাই, ধর্ম্ম নাই, সমাজ নাই,—সব তাহার নিখিল বিশ্বকে লইয়া। তাহার জাতি বিশ্বজাতি, তাহার দেশ বিশ্বদেশ, তাহার সমাজ বিশ্বসমাজ, তাহার ধর্ম্ম বিশ্বধর্ম্ম। তাহার জীবন বিশ্বজীবন, তাহার গতি বিশ্বগতি, তাহার স্থিতি বিশ্বস্থিতি, তাহার বিলয় বিশ্বলয়। এইজন্যই তাহাকে আমি অখণ্ড সংজ্ঞা দিয়াছি।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬)

তোমার শ্রদ্ধা তোমাকে জগজ্জয়ী করিবে। আত্মশ্রদ্ধা এবং সাধনে নিষ্ঠা কোন্ অসাধ্য সাধিতে অক্ষম ?

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

নিজেকে দান করিয়া ফেল। তবেই আমাকে পাইবে। যে দেয়, সে পায়। কেবল পাইতে চাহিলেই পাওয়া যায় না।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮)

কে বলে একাকী বলিয়া তুমি শক্তিহীন? তুমি কি একক বিশ্বাস করিবে? তুমি কি একেতে নিজ নিষ্ঠা ঢালিয়া দিবে? তুমি কি একটী মাত্র লক্ষ্যকে জীবনের পরম ও চরম বলিয়া গ্রহণ করিবে? তাহা যদি কর, তবে তুমি একাই সহস্র। তোমার ভয় করিবার ত কিছু নাই!

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯)

সাধারণের ভিতরেই ত অসাধারণত্ব রহিয়াছে সকলের চেয়ে বেশী। তোমার চক্ষু নাই, তাই তাহা দেখিতে পাও না। যাহা যত ছোট, তাহা তত বৃহৎ। যে যত প্রচ্ছন্ন, সে তত সবল। ছোটর পূজা করিয়া তোমরা বড় হও। দুর্ব্বলকে সেবা দিয়া তোমরা সবল হও।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫০)

তোমার জীবনের সকল জিজ্ঞাসাকে কি আনিয়া একটী মাত্র প্রশ্নে পরিণত করিতে পার? তাহা হইলে তোমার উত্তর পাইতে আর দেরী হইবে না। তোমার অন্তরের সকল পিপাসাকে কি মাত্র একটা আকাঙ্ক্ষায় রূপ দিতে পার? তাহা হইলে আর বাসনা-পূরণে বিলম্ব হইবে না। তোমার সিদ্ধি তোমারই উপরে নির্ভর করে।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫১)

দুঃখের মত বন্ধু কেহ নাই, কারণ তাহা নিত্যসুখের সন্ধান দেয়। বিরহের মত সুখদ কিছু নাই, কারণ তাহা নিত্য স্মৃতি জাগাইয়া রাখে। ভগবানকে ভালবাস। তবেই দুঃখের মহিমা ও বিরহের মূল্য বুঝিবে।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫২)

একটা কাজে হাত দিয়া তিনটা লক্ষ্যে মন দিলে সেই কাজ পণ্ড

হইয়া যায়। যদি দশটা কাজ এক সঙ্গে করিবার তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে দশটা কাজ এক সঙ্গে ধরায় হয়ত আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু এই দশটা কাজেরই লক্ষ্য যদি এক না হয়, তাহা হইলে তুমি এক বিরাট গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া জীবন ভরিয়া কেবলি বৃথা ঘুরিয়া মরিবে, হাজার বছর নৌকার দাঁড় টানিয়াও কূলে ভিড়িতে পারিবে না।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩)

প্রাণ ভরিয়া মন ঢালিয়া নাম করিয়া যাও। আমার দেওয়া নামের সাথে নিয়ত আমি রহিয়াছি। উহা আমার প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া নিধি। আমার সাধা নামের সাথে আমি নিত্য বাঁধা আছি। নামের সঙ্গেই আমার সঙ্গ পাইবে। নামকে না ভুলিলেই আমাকে চির-স্মরণে জাগাইয়া রাখা হয়। নামকে যে সেবা করে, মাত্র সে-ই আমাকে চিনিতে পায়।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪)

আমি একা কাহাকেও চাহি না, সকলকে লইয়া সকলকে চাহি। আমি একা কাহারও নহি, সকলকে লইয়া আমি সকলের।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫)

একটী মিনিটও যদি কেহ সাধন করে, তবে সে তাহার শুভফল-টুকুকেও প্রতি কর্ম্মে সহায়করূপে পায়। একটী দিনও যদি কেহ ব্রহ্মচর্য্য-পালন করে, তাহা হইলে সেই একদিনের ব্রতরক্ষাই তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রায় এক পরম পাথেয় হয়।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬)

সৎচেষ্টা ক্ষুদ্র হইলেও সৎ। মহৎ-চেষ্টা তুচ্ছ হইলেও মহৎ। ইহার কখনও পরাজয় নাই।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭)

শিক্ষিত অশ্ব আরোহীর গর্ব্বের বস্তু। বিনীত ভৃত্য প্রভুর সম্পদের আকর। অনুগতা পত্নী স্বামীর সর্ব্ব-সুখের খনি। ভক্তিমান শিষ্য গুরুর আনন্দের উৎস। তোমরা এরূপ হও।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮)

ভালবাসাই জীবের স্বভাব, তাই তুমি ভালবাস। তুমি জীব হইয়াও যে শিব, এই পরম সত্যকে ভুলিয়া থাক বলিয়াই তোমার অর্পিত ভাল-বাসা বারংবার পঙ্কিল হইয়া ওঠে।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯)

বিপত্তির পর বিপত্তি আসিতে থাকিলে অকারণে লোকের সহিত অসদ্ব্যবহার করিবার একটা অজ্ঞানিত প্রবৃত্তি মানুষের মনে জাগে। বাহিরে স্পষ্ট উপলব্ধি না হইলেও অবচেতন মনে সমগ্র মানব-জাতিকে শত্রু বলিয়া বোধ হয়, সকলের অনিষ্ট দেখিতে ভাল লাগে, অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা যায়। এই সময়েই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাবধানতার প্রয়োজন। বিঘ্ন-বিপত্তির অগণিত উর্ম্মিমালা অগস্ত্যের গণ্ডূষে কতক দিন পরেই শুষ্ক হইয়া নিশ্চিহ্ন হইবে। তুমি ধৈর্য্য ধর।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬০)

ব্রহ্মা মুহূর্ত্তে যাহা করিতে পারেন, মানুষ তাহা দশ সহস্র বৎসরে করিতে পারে না। তোমরা প্রতি জনে ব্রহ্মা হও। দ্রুত-কর্ম্মা, দ্রুত-

সৃষ্টি-নিপুণ কর্ম্মীদের আজ আমার প্রয়োজন। সাধন করিলে তোমরা ব্রহ্মাও হইতে পার, বিষ্ণুও হইতে পার, মহেশ্বরও হইতে পার। সাধনের অসাধ্য কিছু নাই।

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬১)

মুখের কথায় দেবতা হওয়া যায় না। দেবতা হইতে হইলে সাধন চাই। সাধন কর, সাধন কর, সাধনে একেবারে ডুবিয়া যাও!

(১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬২)

পয়লা পৌষের বাণী

প্রত্যেকের মনে উন্মাদনা জাগাও। পৃথিবীর কোনও কার্য্য উন্মাদনা ব্যতীত সিদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর-লাভের জন্য যেই যোগী হিমালয়ের গুহায় গিয়া বসিলেন, তাঁহার অন্তরে উন্মাদনা না থাকিলে কাক-শকুনীর বিষ্ঠার দ্বারা জটাজুট পুষ্ট করিয়া তিনি গৃহে ফিরিবেন। প্রত্যেকের অন্তরে উন্মাদনা জাগাও। দেশের কাজে জীবন দিতে যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, অন্তরে তাহার প্রাণদানের উন্মাদনা না থাকিলে সে বৃথা মৃত্যুবরণ করে এবং তাহার ন্যায় অপুরুষ সৈনিকের উপস্থিতি-হেতু স্বাধীন দেশ পরাধীন হয়।

(১লা পৌষ, ১৩৩৭)

পাষাণে যদি প্রাণ না দিতে পার, সমুদ্রে যদি অগ্নিসংযোগ করিতে না পার, তবে কিসের তোমাদের পুরুষকারের অহঙ্কার? মৃতকে বাঁচাও, নির্জ্জীবকে জীবন দান কর, অলসকে কর্ম্মোদ্যম প্রদান কর, অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস দাও।

(১লা পৌষ, ১৩৩৮)

যুদ্ধক্ষেত্রই দক্ষ সেনাপতি সৃষ্টি করে। তোমরা সংগ্রাম দেখিয়া ভীত হইও না।

(১লা পৌষ, ১৩৩৯)

আনিয়াছি আমি বিশ্বাসের বাণী বহন করিয়া, আনিয়াছি আমি

বীর্য্যের ধর্ম্ম। তৃণকে দিয়া আমি বজ্রের কাজ করাইব, ক্ষুদ্রকে দিয়া আমি মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করাইব, অবজ্ঞাতকে দিয়া আমি পৌরুষের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করাইব। সকলে যাহাকে অপদার্থ অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়াছে, আমি তাহাকে দিয়া বিশালতম প্রাসাদের ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করাইব। ক্ষুদ্রের শক্তিকে আমি বিশ্বাস করি, তুচ্ছের মহিমাকে আমি পূজা করি।

(১লা পৌষ, ১৩৪০)

ব্যবসা করে যজ্ঞস্থলীকে অপবিত্র। আত্ম-সুখ-লালসা করে প্রেমের পূজাকে ব্যর্থ। আত্মাভিমান করে সেবার প্রয়াসকে কলুষিত। আত্ম-সুখ-লালসা আর আত্মাভিমান হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চল।

(১লা পৌষ, ১৩৪১)

ত্রিশটী মাত্র বিশ্বাসবান্ কর্ম্মী যদি কুণ্ঠাহীন আগ্রহ ও সীমাহীন প্রেম লইয়া অগ্রসর হও, তোমাদের ত্রিশটী অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া আমি ত্রিশ কোটি দেবতার শক্তিকে পরিচালিত করিয়া হিমাচল উপাড়িয়া দিব। বিশ্বাসী হও, আগ্রহী হও, প্রেমিক হও, মিলিত হও।

(১লা পৌষ, ১৩৪২)

সর্ব্বজীবের ভিতরেই ভগবান আছেন। ছোট বলিব কাহাকে? যাহাকে ছোট বলিয়া মনে করিব, সেই ত আমাকে নীচতার খাদে ডুবাইয়া নীচ করিবে। সকলকে মহৎ বলিয়া ভাব, নিজেও মহৎ হইবে।

(১লা পৌষ, ১৩৪৩)

ক্ষুদ্রেরও মহৎ কার্য্য করিবার অধিকার আছে,—এই আশ্বাস প্রত্যেকের হৃদয়ে ছড়াইয়া দিবারই নাম সংগঠন। কাহাকেও কাহারও হেলা করিবার অধিকার নাই, ভগবানের কাজে প্রত্যেকের সহিত

প্রত্যেকের হাত মিলাইতে হইবে,—এই বোধেরই নাম সঙ্ঘবোধ। নিখিল বিশ্বকে বুকে টানিয়া আনিবার জন্যই তোমাদের জন্ম,—এই বিশ্বাসেরই নাম সঙ্ঘের প্রতি আনুগত্য।

(১লা পৌষ, ১৩৪৪)

তোমার কে একজন বান্ধব তোমাকে সহায়তা দিতেছেন না, ইহা মোটেই বড় কথা নহে। কাহারও জন্য জগতের কোনও সৎকাজ আটকাইয়া থাকে না। যাঁর কাজ, তিনিই করাইয়া লইবেন। তোমরা আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া দুইজন আর চারিজনেই সর্ব্বশক্তি নিয়োগের জন্য প্রস্তুত হও। দক্ষিণে তাকাইও না, বামে তাকাইও না, কাহারও নিন্দা বা প্রশংসায় গ্রাহ্য করিও না,—চল অবিরাম, চল অবিশ্রাম, চল শার্দ্দূল-বিক্রমে। পথিমধ্যে থামিয়া যাওয়ার মত পাপ কিছু নাই।

(১লা পৌষ, ১৩৪৫)

শূদ্রের ক্লীবত্ব লইয়া নহে, ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ লইয়া কাজে নাম। বৈশ্যের হিসাব-নিকাশের নীচ রুচি লইয়া নহে, ব্রাহ্মণের বেপরোয়া আত্মোৎসর্গ লইয়া কাজে নাম। শিশুসুলভ চঞ্চলতা লইয়া নহে, বর্ষীয়ানের স্থিরা প্রজ্ঞা লইয়া কাজে নাম। গণিকা-সুলভা ক্ষণচঞ্চলা নিষ্ঠা লইয়া নহে, পতিব্রতা সতী নারীর একনিষ্ঠা লইয়া কাজে নাম।

(১লা পৌষ, ১৩৪৬)

তোমাদের ধর্ম্ম কাপুরুষের ধর্ম্ম নহে, পরাজিতের মনোবৃত্তি তোমাদের শোভা পায় না। বিজয়োদ্ধত রাজসিক বিকার তোমাদের বর্জ্জনীয় কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইও না। যে নিজের শক্তিতে অবিশ্বাস করে, ভগবান তাহার পূজা-মন্দির হইতে অন্তর্হিত হন। তিনি

শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই তুমি শক্তিমান্। নিজ শক্তিতে অশ্রদ্ধা করিও না।

(১লা পৌষ, ১৩৪৭)

যেখানে যাহাকে দেখিবে, ডাকিয়া বল, তোমাদের জীবন-ব্রত কি? জগতের কুশল-উদ্দেশ্য লইয়া আত্ম-প্রচারে অপরাধ হয় না। তবে, তোমাকে তোমার ব্রতনিষ্ঠায় অটুট থাকিয়া অপর সকল কাজ দেখিতে হইবে। ব্রতনিষ্ঠা তোমার জীবন-যজ্ঞের প্রাণ। প্রাণহীন যজ্ঞ করিও না।

(১লা পৌষ, ১৩৪৮)

নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দিবার মধ্যে যাহা সুখ, তাহা কামনাপরায়ণ বাসনার দাস-দাসীদের অনুভবের বস্তু নহে। নিষ্কাম চিত্তেই আত্মসমর্পণরূপ প্রস্ফুটিত শতদলের স্নিগ্ধ সৌরভ নিজের অনুপম আস্বাদনসহ নিজেকে বিস্তার করিয়া বেড়ায়।

(১লা পৌষ, ১৩৪৯)

নিজেকে ছোট করিয়া দিয়া নিজের চাইতে যোগ্যতর সহকর্ম্মীকে কর্ম্মক্ষেত্রে বড় করিয়া ধরিবার চেষ্টার মধ্যে যে আত্ম-বিলোপ রহিয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-বিলোপ নহে। তাহা আত্ম-প্রসারণেরই নামান্তর ও রূপান্তর। অপরকে পূজার আসনে বসাইয়া নিজে পূজকের ভূমিকা অবলম্বন জগতে কেবল নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নিষ্কলঙ্ক কর্ম্মীদেরই পক্ষে সম্ভব। যাহার চিত্তে সামান্য কলুষ, সামান্য কালিমা আছে, তাহার পক্ষে ইহা অসাধ্য।

(১লা পৌষ, ১৩৫০)

"প্রভু আমাকে নিষ্কাম কর, নির্ম্মল কর, নিষ্কলঙ্ক কর, নিষ্কলুষ কর",—বলিয়া ভগবানের পায়ে পড়িয়া কেবল কাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কামতার, নির্ম্মলতার, নিষ্কলঙ্কতার, নিষ্কলুষতার অনুশীলন কর। প্রার্থনা ও অনুশীলন সমান তালে না চলিলে প্রার্থনা হয় উলঙ্গিনী নারীর ন্যায় কুদৃশ্যা, আর অনুশীলন হয় প্রাণহীন শবের ন্যায় নিঃসাড়।

(১লা পৌষ, ১৩৫১)

অন্তরের দেবতাকে ডাকিয়া বল,—"আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি, ইহা সত্য, ধ্রুব সত্য। সৃষ্টি-প্রলয় মিথ্যা হইতে পারে কিন্তু আমার ভালবাসা মিথ্যা নয়।" কিন্তু নিজের অন্তরকে সঙ্গোপনে এই কথাটিও বারংবার শুনাও,—"আমার দেবতাকে আমি আমার নিজের স্বার্থের জন্য ভালবাসি নাই, বাসিয়াছি তাঁহার প্রীতির জন্য, তাঁহার তৃপ্তির জন্য; তাঁহার প্রসন্ন মুখে উজ্জ্বল হাসির দীপ্তি খেলিয়া বিশ্বজগৎকে সুখী করুক, সেই জন্য।"—তবেই তোমার ভালবাসা সত্য হইবে।

(১লা পৌষ, ১৩৫২)

তোমাদেরই জয় হউক। তোমাদের জয়ধ্বনির উচ্চরোলের নীচে আমার অস্তিত্ব তলাইয়া যাউক। আমি তোমাদেরই অভ্যুদয় চাহি, আমার জয়জয়কার চাহি না।

(১লা পৌষ, ১৩৫৩)

যাহার যেরূপ আন্তরিক অকপট বিশ্বাস, সে সেই ভাবে কাজ করিয়া যাও। যে কাজ করিবে, সেই ফল পাইবে। তত্ত্বদর্শী বলিয়াছেন,—কর্ম্মেভ্যো নমঃ। জল্পনায় নহে, তপস্যায়ই সিদ্ধি। অন্তরের অনুরাগের আলোকে নিজ নিজ পথ চিনিয়া লও। পথ চিনিবার পরে আর দাঁড়াইয়া

থাকিও না, চলিতে আরম্ভ কর। যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছিবে, ততক্ষণ আর থামিও না।

(১লা পৌষ, ১৩৫৪)

তোমাদের জীবনের সাধন-দীপ্তি দিগ্‌বিদিকের পাপান্ধকার বিদূরিত করুক। তোমাদের জীবনের প্রোজ্জ্বল ত্যাগ অজ্ঞানতার ঘন তমিস্রার ঘোর আবরণ উন্মোচিত করুক। তোমাদের করাঙ্গুলীর পুণ্য স্পর্শ কোটি কোটি জীবের দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ করুক। আলো, কেবল আলোই জগৎ চাহিতেছে। এই জন্যই জ্ঞানদাতা শ্রেষ্ঠ গুরু।

(১লা পৌষ, ১৩৫৫)

অপরের প্রতি বিদ্বেষের মধ্য দিয়া যাহার সহিত প্রেম করিয়াছ, প্রেমের মধ্য দিয়াই তাহার সহিত বিদ্বেষ সৃষ্ট হইবে।

(১লা পৌষ, ১৩৫৬)

যোগ্যতার সহিত যখন বিনয় মিলিত হয়, তখন তাহা হয় দুর্দ্ধর্ষ। অযোগ্যতার সহিত যখন অনাবশ্যক আত্মমর্য্যাদা আসিয়া যুক্ত হয়, তখন তাহা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের নাম দিয়া ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে, কর্ত্তব্য-পালনের নিশান উড়াইয়া সঙ্ঘকে নির্ম্মূল করে।

(১লা পৌষ, ১৩৫৭)

যে আদর্শের পায়ে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, তাহার প্রতি থাক বিশ্বস্ত। ব্রহ্মাণ্ডের সকলের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিবার নিদারুণ ও অসম্ভব প্রচেষ্টা হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখ। ব্যক্তিত্বের অভাব এবং আদর্শের প্রতি আনুগত্যের অপূর্ণতা হইতেই অধিকাংশ কর্ম্মীর জীবনে সমাধানাতীত নানা সমস্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(১লা পৌষ, ১৩৫৮)

অল্পবুদ্ধি সহকর্মীদের ঈর্ষ্যা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া কাজ করিয়া যাওয়ার ভিতরে যে কৃতিত্ব রহিয়াছে, তাহা কেবল কর্ম্মেরই সুসমাপ্তির সহায়ক নহে, কর্ম্মীরও গৌরবের বস্তু।

(১লা পৌষ, ১৩৫৯)

পিপীলিকার বলকে আমি বিশ্বাস করি ; এজন্যই ঐরাবতের বিরুদ্ধতাকে আমি গ্রাহ্য করি না। মানুষের দেবত্বকে আমি বিশ্বাস করি ; এজন্যই তেত্রিশ কোটি দেবতার কল্পিত মূর্ত্তির পূজা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। ছয় পয়সা দামের "কর্ম্মের পথে"র বল আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; এজন্যই দশ হাজার টাকার ব্যাঙ্কের চেক্‌কে আমি লোভনীয় জ্ঞান করি না। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোট্টকে মর্য্যাদা দাও, হেয়কে পূজা কর,—তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না।

(১লা পৌষ, ১৩৬০)

চিরদুর্গম পথে সবল পদসঞ্চারে চলিবার দুঃসাহস যে রাখ, এস সে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইবার জন্য। আমি তোমার বক্ষরক্তে স্নান করিয়া ধরিত্রীর পিপাসা মিটাইব। আমি তোমার হৃৎপিণ্ডকে পূজার ফুলে পরিণত করিয়া দেবতা জ্ঞানে তাহার অঞ্জলি দিয়া মানুষকে পূজা করিব। আমি তোমার দুর্ম্মূল্য দানকে জগজ্জোড়া দীনদুঃখীর দুঃখ-বিদূরণে সার্থক করিব। আমি তোমার চির-আপনার হইব, আমি তোমাকে বিশ্বের চির-আপনার করিব।

(১লা পৌষ, ১৩৬১)

নামে। পাকাবার কাজে। বাহবা দিবার জন্য যেন একটী প্রাণীও

দূরে না দাঁড়াইয়া থাকে। যাহারা করতালি দেয়, সম্বর্দ্ধনা করে, অভিনন্দন জানায়, তাহারা কাজ হইতে থাকে দূরে। প্রত্যেকে তোমরা কর্ম্মের সমুদ্রে ডুবিয়া যাও। তীরভূমিতে দাঁড়াইয়া কাহারা করতালি দিল আর কাহারা নিন্দার আবর্জ্জনা ছুঁড়িয়া মারিল, তাহা দেখিবার অবসর যেন তোমাদের না থাকে। প্রশংসার প্রতি অন্ধ হও, দৃষ্টি রাখ একমাত্র তোমার জীবন-প্রভুর চরণ-নখর-কোণে।

(১লা পৌষ, ১৩৬২)

পয়লা মাঘের বাণী

কোনটী যে তোমার প্রধান কাজ আর কোন্‌টী অপ্রধান, ইহা যদি চিনিয়া লইতে না পার, তাহা হইলে পদে পদে কাজে ভুল করিবেই। বারংবার ভুল করিয়া কাজ করার চাইতে নির্ভুল কাজ কম করিয়া করা ভাল।

(১লা মাঘ, ১৩৩৭)

যে অপরকে প্রতিষ্ঠা দেয়, সেই সকলের কাছে প্রতিষ্ঠা পায়। নিজের প্রতিষ্ঠাই যাহার লক্ষ্য, লোকে তাহাকে গ্রাহ্যও করে না।

(১লা মাঘ, ১৩৩৮)

ঈশ্বরে অবিশ্বাসীদের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদের প্রতিটি আত্মীয়ের কাণে ঈশ্বরের মহিমার কথা শ্রবণ করাও। তাহা হইলেই নাস্তিকদের ক্ষমতা-লোপ ঘটিবে। কিন্তু নিজে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও আগে। তারপরে ভগবানের কথা অপরকে বলিও।

(১লা মাঘ, ১৩৩৯)

কর্ম্মের উদ্যম অপেক্ষা যাহাদের প্রতি কথায় অপরাধ গ্রহণের প্রবণতা বেশী, তাহাদিগকে খরচের খাতায় নাম লিখিতে বলিও। ইহাদের সংখ্যাধিক্য কোনও সংঘেরই শক্তি নহে, দৌর্ব্বল্য মাত্র। দোষ দেখ নিজের, গুণ দেখ পরের। ইহাই শান্তির পথ, ইহাই লাভের পথ।

(১লা মাঘ, ১৩৪০)

তোমার ইচ্ছা এই যে, তুমি জয়যুক্ত হও। কিন্তু তুমি বিশ্বাসে এই দুর্ব্বলতা আগে জয় কর। জীবনের প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ তবেই তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্ম্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না।

(১লা মাঘ, ১৩৪১)

জগতের সকল মানুষেরই সমস্যা এক। ক্ষুদ্র একটী মানুষের সকল সমস্যাকে প্রাণভরা প্রেম নিয়া পর্য্যালোচনা কর। তাহা হইলেই জগতের সকল মানুষের সকল দুঃখ বুঝিবে। ক্ষুদ্রকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবেচনা করিয়াছ বলিয়াই ত কোনও মানুষের দুঃখই তোমরা বুঝিলে না।

(১লা মাঘ, ১৩৪২)

নিজের জীবনের সমস্যাগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। তারপরে নিজ জীবনকে সকলের জীবনের সমান্তরালে ফেলিয়া তুলনা কর। তোমার আত্মদুঃখ-বিদূরণের চেষ্টা তখন বিশ্বদুঃখ নিবারণের এক মহা-সাধনায় পরিণত হইবে।

(১লা মাঘ, ১৩৪৩)

অন্তর হইতে সর্ব্ব উদ্বেগ দূর কর। সহস্র বিপত্তিকর অবস্থার মধ্যেও উদাসীন অবস্থায় অবস্থান কর। বাসনা-লালসার লেলিহান রসনা দেখিয়া দৌড়িয়া পলাইও না। নিজের স্থানে দৃঢ় ভাবে বসিয়া থাকিয়া অনাসক্ত দৃষ্টিতে তাহার দৌড় লক্ষ্য কর। দুর্দ্দৈবের দর্শক হও, অধীন হইও না।

(১লা মাঘ, ১৩৪৪)

দ্বিধা তোমার সমাধানের পূর্ব্বাভাষ। দ্বন্দ্ব তোমার শান্তিলাভের অগ্রদূত। সংশয় তোমার সত্যলাভের পতাকাবাহক। ইহাদের দেখিয়া নিজেকে অসহায় ভাবিও না। ইহারা তোমার নিষ্ঠাকে নিবিড় করিবার জন্য আসিয়াছে,—তোমাকে উৎখাত করিয়া দিবার জন্য ইহারা নহে।

(১লা মাঘ, ১৩৪৫)

দুর্ব্বলতা তখন দোষ, যখন উহা অপর দুর্ব্বলতা প্রসব করে। দুর্ব্বলতা তখন গুণ, যখন উহা আত্মরক্ষার প্রয়াসের দিকে তোমাকে সচেতন করিয়া দেয়। সবলতা তখন শত্রু, যখন ইহা দর্প, দম্ভ, অহঙ্কারের প্রশ্রয় দেয়। সবলতা তখনই সার্থক, যখন নিত্য নব বলাধান করাই তাহার ধর্ম্ম হয়।

(১লা মাঘ, ১৩৪৬)

মন যদি একটী সেকেণ্ডের এক লক্ষ-ভাগ সময়ও অনাসক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে, তবে জানিবে, ইহা দ্বারাই সে এত সুখ তোমাকে দিতে পারে, যত সুখ তুমি এক শতাব্দী ধরিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিয়াও ভোগ করিতে সমর্থ নহ। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে অনাসক্ত হও।

(১লা মাঘ, ১৩৪৭)

নিজের চোখে ধূলি দেওয়ার মত দুঃখ নাই, নিজের কাছে নিজে ছোট হওয়ার মত অসম্মান নাই। নিজের নিকটে নিজে খাঁটি থাক। তারপরে ব্রহ্মাণ্ডের কে তোমাকে কি কহিল আর না কহিল, তাহার বিচারের অবসর থাকিলে বসিয়া বসিয়া করিও গিয়া।

(১লা মাঘ, ১৩৪৮)

ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি জীবের প্রয়োজন শুধু একটা জিনিষের।

সেই প্রয়োজনকে খুঁজিয়া বাহির কর, সেই প্রয়োজনকে মিটাইবার চেষ্টা কর। অন্য চেষ্টা বৃথা শ্রম মাত্র।

(১লা মাঘ, ১৩৪৯)

বিশ্বাস বিশ্বাসকে বর্দ্ধন করে, নিষ্ঠা নিষ্ঠাকে নিবিড় করে, সংশয় সংশয়কে ধূমায়িত করে, অবাধ্যতা অবাধ্যতার প্রশ্রয় দেয়। বিশ্বাসী হও, নিষ্ঠাবান্ হও, নিঃসংশয় হও, অনুগত হও। তবেই না তোমার সংস্পর্শ পাইয়া এই চরিত্রের লোকগুলি সব আসিয়া একত্র জড় হইবে! মদ্যপের নিকটে মদ্যপরা আসে, গাঁজাখোরের কাছে গাঁজাখোরেরা আসে, ইহা কি জান না?

(১লা মাঘ, ১৩৫০)

মানুষকে তাহার মনুষ্যত্বের মূল্য দিয়া বিচার কর। তাহার বংশ, বর্ণ, জাতি, ধর্ম্ম বা দল দিয়া তাহাকে ছোট বা বড় বলিয়া ভ্রম করিও না। কে কতখানি মানুষ, তাহা দেখিয়া তাহাকে ততখানি ভক্তি দিয়া প্রণাম কর, ততখানি শ্রদ্ধা দিয়া অনুসরণ কর।

(১লা মাঘ, ১৩৫১)

এক দিনে এক শতাব্দীর কাজ করা যায়। মনের একাগ্রতার উপরেই তাহা নির্ভর করে। শ্লথচেতা ব্যক্তি এক শতাব্দীতে এক দিনের কাজ করে। তোমরা একাগ্রচিত্ত হও, শ্লথচিত্ততা পরিহার কর। আমি এমন মানুষ চাই, যাহারা এক দিনে নয়, একটী নিমিষে এক শতাব্দীর কাজ করে।

(১লা মাঘ, ১৩৫২)

কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল।

"আমার আবার ইহাতে কি ক্ষতি হইতে পারে",—ভাবিয়া বাহাদুরী করিয়া কুসঙ্গে যাইও না। বেশী বাহাদুরেরাই অকালে ফতুর হয়।

(১লা মাঘ, ১৩৫৩)

সকলের উপরে নিজের জিদ খাটাইতে যাইও না। যে যাহার জন্য সত্যিকারের ত্যাগ-স্বীকার করে, তাহারই উপর তার জিদ্ চলিতে পারে। কাহারও জন্য কিছুই ত্যাগ-স্বীকার কর নাই অথচ সকলকে কেবল তোমারই হুকুম তামিল করিবার জন্য ডাক-হাঁক দিতেছ। ইহা স্বৈরতন্ত্র স্বেচ্ছাচারীর স্বভাব।

(১লা মাঘ, ১৩৫৪)

অপরে যদি তোমার জন্য কিছু মাত্র ত্যাগ-স্বীকার করিয়া থাকে, তবে তুমি তাহার জন্য তাহার দ্বিগুণ ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত হও। যতটুকু পাইলাম-মাত্র ততটুকু দিলাম, ইহা বণিকের মনোবৃত্তি,—ব্রাহ্মণেরও নয়, ক্ষত্রিয়েরও নয়।

(১লা মাঘ, ১৩৫৫)

জগজ্জোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব। তুমি তোমার নিজ ব্যবহারের দ্বারাই তাহাদের অনেককে পর, অনেককে শত্রু করিয়া তুলিয়াছ। হৃদয়ের প্রেমডোরে বাঁধিয়া তাঁহাদের আকর্ষণ কর।

(১লা মাঘ, ১৩৫৬)

বন্যার জলের মত অবিরল স্রোতে অবিচ্ছেদ বিক্রমে ভগবানের করুণা-প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। চক্ষু খোল, চাহিয়া দেখ, দেখিয়া অবাক্ হও। দুর্ভাগা তুমি জোর করিয়া তোমার চক্ষু বুজিয়া রাখার দরুণ। নতুবা তোমার মতন সৌভাগ্যশালী আর কে আছে ?

(১লা মাঘ, ১৩৫৭)

জীবিকার্জ্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও,—তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনায়ই সম্ভব হইবে।

(১লা মাঘ, ১৩৫৮)

একজন দুইজনেই ত' বড় কাজ আরম্ভ করে। কাজের মহত্ত্ব অনুযায়ী ক্রমশঃ তাহাতে শত শত লোক আসিয়া হাত লাগায়। দানব-দলনের দধীচি একজন দুইজনকেই হইতে হয়। আত্মত্যাগ খাঁটি হইলে পরে বজ্রধরের আর অভাব হয় না।

(১লা মাঘ, ১৩৫৯)

এক ডাকে সকলে আসে, এক ডাকে সকলে বসে, এক ডাকে সকলে কাজে লাগে,—ইহারই নাম সংগঠন, ইহারই নাম শৃঙ্খলার অনুশীলন, ইহারই নাম সহযোগিতা। এই সহযোগিতার তোমরা অভ্যাস কর।

(১লা মাঘ, ১৩৬০)

কোটি জন্মের সাধনা তুমি এই এক জন্মেই সাধিবে। কোটি জন্মের সিদ্ধি তুমি এই এক জন্মেই অর্জ্জন করিবে। ভাবী জন্মের জন্য কিছু ফেলিয়া রাখিবে না। এইবারই তোমার সব-কিছু হওয়া চাই।

(১লা মাঘ, ১৩৬১)

জীবন-যৌবন দিয়া পরমেশ্বরের সেবা কর, আত্ম-সেবা ক্লেদ-পঙ্ক হইতে ইহাদের বাঁচাইয়া চল,—তোমার জীবন হইবে অনশ্বর, তোমার যৌবন হইবে শাশ্বত।

(১লা মাঘ, ১৩৬২)

পয়লা ফাল্গুনের বাণী

ঈশ্বর না থাকিলেও তোমার সাধন প্রয়োজন। গণিত-শাস্ত্রে শূন্যের মূল্য কম নহে। তোমার সাধনে ঈশ্বরের কোনও লাভ নাই, লাভ সবই তোমার।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৩৭)

অলসকে কর্ম্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সচ্চিন্তার সমাবেশ কর। ইহার চাইতে বড় জন-সেবা আর কিছু নাই।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৩৮)

নিজের দুঃখ-মোচনের জন্য নিজে কিছু করিবে না, সবই পরে আসিয়া করিয়া দিয়া যাইবে,—এই মনোভঙ্গিমার নামই পরাধীনতা। ইংরাজ তোমার ঘাড়ের উপরে চাপিয়া আছে বলিয়াই তুমি পরাধীন নহ,—তোমার সকল কল্যাণ ইংরাজই করিয়া দিক্, তোমার এই মনোভঙ্গিমার জন্যই তুমি ক্রীতদাস।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৩৯)

সমগ্র জগতের প্রত্যেকটী মানুষের জন্য আমার মাত্র একটীই কথা বলিবার আছে। তাহা এই যে, ছোট সে কখনই নয়, ছোট সে কোথাও নয়; আর, জগতের প্রত্যেকটী মানুষই তারই মত বড়, তারই মত মহৎ। জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তির পথ সকলের জন্য খোলা, শ্রেষ্ঠতম তৃপ্তির দুয়ার

সকলের জন্য উন্মুক্ত। সাহস করিয়া অগ্রসর হও, সাহস করিয়া রুদ্ধ দুয়ারে সবল করাঘাত কর। সে-ই নিকৃষ্ট, যাহার সাহস নাই, আত্মবিশ্বাস নাই।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪০)

তোমাদের প্রশংসা করিয়া আমি তোমাদের কাজেরই ক্ষতি করিব। তোমাদের কাজ তোমাদের প্রশংসা পঞ্চমুখে করুক। সেই প্রশংসাই তোমাদের পক্ষে শ্লাঘ্য। আমি বা অপর কেহ তোমাদের নিন্দা করিল বা যশোগাথা গাহিল, তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপও করিও না।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪১)

আমি যাহা বলি, তাহা করি ; যাহা করি, তাহা বলি। তোমরাও যাহা বলিয়াছ বা বলিতেছ, তাহা করিতে সমর্থ হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। বলার সহিত করার যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য না হয়।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪২)

অন্ত-অবধি-হীন বিপুল বিরাট তোমার জীবন তার প্রতিটি পলে প্রতি অনুপলে সার্থক হউক। দিগ্‌দিগন্ত-বিস্তারী মহা-মহীরুহ তুমি। তুমি যেন তোমার প্রতিটি পত্রে, প্রতিটি পল্লবে সফল হইতে পার। তুমি যেন বিশ্বের সকল "আমি"কে ঘেরিয়া ধরিয়া নিজ উদার বক্ষোবিস্তারে আবরিয়া লইতে পার। তুমি যেন কাহারও পর না থাক।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪৩)

তোমাদের মধ্যে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তাহার সেবাকে আমি আমার বৃহত্তম কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। তোমাদের মধ্যে যে নিকৃষ্টতম, তাহার

পূজা আমার নিকটে শ্রেষ্ঠতম ব্রত। দরিদ্রের গৃহে রাত্রিবাসকে আমি তীর্থবাস বলিয়া গণনা করি।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪৪)

পরিকল্পনা সুসম্পূর্ণ করিতে একটু সময় লাগা ভাল। কিন্তু তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যখন দীর্ঘসূত্রিতা আসে, তখন উহার মূল্য কমিয়া যায়। যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে হাত দাও।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪৫)

যাহারা জগৎকে যত কম সেবা করে, তাহারাই জগতের কাছে তত অধিক সেবা দাবী করে। স্বার্থপর সংসারের ইহা এক বিচিত্র চরিত্র। জগদ্বাসীর উপরে তোমাদের দাবী কমাইয়া দাও, তাহাদের প্রতি করণীয় কর্ত্তব্যের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ প্রদান কর। দিয়া কৃতার্থ হও, পাইয়া নহে।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪৬)

এমন জীবন চাহিও, যাহাতে ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, অন্যায় নাই, অপরাধ নাই, কলঙ্ক নাই, কলুষ নাই, অনুতাপ নাই, কালিমা নাই, পাপ নাই, দুর্ব্বলতা নাই, স্বার্থপরতা নাই, পরপীড়ন নাই। এমন জীবন চাহিও, যাহাতে হিংসা নাই, ঈর্ষ্যা নাই, দ্বেষ নাই, লালসা নাই, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব নাই, জীবন্মৃত্যু নাই। চাহিও পবিত্র জীবন, সৌন্দর্য্যময় সুস্নাত শুচি জীবন, পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত নিষ্পাপ জীবন। চাহিও মোহমুক্তি, ক্ষমাপরায়ণতা ও ধৈর্য্যশীলতা। এমন জীবনই পূর্ণ জীবন, এমন জীবনই ধন্য জীবন।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪৭)

তোমার আত্মীয়তার পরিধিকে দিগন্ত-বিস্তৃত কর। তুমি মানুষ বলিয়াই ইহা সুসম্ভব, পশু হইলে তাহা হইত না।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪৮)

সহকর্মীদের ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, হতাশ হইয়াছ। এইবার প্রাণ খুলিয়া ডাক দাও তোমার বাহু-যুগলকে। তাহারা তোমার ডাক শুনিবে, তাহারা তোমার কাজ করিবে।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৪৯)

কলহই যাহার স্বভাব, সে কলহ করিবার ছল খুঁজিবে, অকারণে কলহ করিবে। কাহারও কলহকে ভয় না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য দৃঢ় হস্তে করিয়া যাও। তবে, মনকে রাখিও নির্বিদ্বেষ।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫০)

সহস্র জনের পূজা-মন্দিরে লক্ষ জনের পূজার বিগ্রহে তুমি আমাকে দেখিয়াছ। আমি তোমাদের সকলকে আমার মধ্যে দেখিয়াছি। উভয়ই আত্মদর্শন, উভয়ই সত্য। তোমার ভিতরেও আমিই আছি, আমার ভিতরেও তুমি রহিয়াছ।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫১)

প্রতিদিন যাহার ঠিকানা বদল হয়, ডাক-পিয়ন তাহার পত্র অস্থানে ফেলিয়া যায়, নতুবা ডেড-লেটার অফিসে ফেরৎ দেয়। প্রতিদিন যাহার মত, পথ ও সঙ্কল্পের বদল হয়, ভগবানের দয়ার দানগুলি তাহার কাছে না পৌছিয়া এখানে সেখানে ঘুরিয়া শেষে ফেরৎ চলিয়া যায়।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫২)

জিহ্বা কহে,—"ওরে মিশ্রি, এত খোঁচা কেন দিস ?
আপন রুক্ষতা দিয়া মধুরে করিস বিষ।
কিন্তু কারো এত দম্ভ কখনও ভাল নয় ;
যার যত দম্ভ বেশী, সেই তত নত হয়।

আমার লালার রসে আবক্ষ করিয়া স্নান
গলিয়া হইবি তুই একেবারে হতমান।
তখন আমার ইচ্ছা হইবে ত পালিতে !
বৃথা কেন আড়ম্বর আমারে বাধা দিতে ?"

মিশ্রি কহে,—"বিনা শ্রমে কর যারে আস্বাদন,
মিষ্টি হইলেও সে কি হয় গো মনোমোদন ?
তোমার লালার রসে মজি' হই হতমান,
এ মোর দুর্ভাগ্য বটে ; লাজে কাঁদি' মরে প্রাণ।
কিন্তু তব অহঙ্কার নিঃশেষে করিতে দূর,
লালসা তোমার মনে বাড়াইয়া সুপ্রচুর,
গলাধঃকরণ মাত্র অন্ধ করি' আঁখিদ্বয় ;
সমুদ্ধত অহমিকা তখনি তোমার লয়।"

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫৩)

ভগবান আসিয়া তোমার দুয়ারে দাঁড়াইলেন ; বলিলেন,—"আমি আঘাত।" তুমি বলিলে,—"তোমাকে চাহি না।" ভগবান আসিয়া তোমার দুয়ারে দাঁড়াইলেন ; বলিলেন,—"আমি দুঃখ।" তুমি বলিলে,—"তোমাকে চাহি না।" ভগবান আসিয়া তোমার দুয়ারে দাঁড়াইলেন ; বলিলেন,—"আমি পরীক্ষা।" তুমি বলিলে,—"তোমাকে চাহি না।"

এতবার ধিক্‌ত হইবার পরেও কি তিনি তোমার দুয়ারে হঠাৎ একদিন আসিয়া বলিবেন,—"আমি সুখ, দুয়ার খোল্"—?

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫৪)

মেঘমুক্ত আকাশ বড়ই সুন্দর কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশও কি সুন্দর নহে? আকাশে মেঘ না থাকিলে চন্দ্র-সূর্য্যের উজ্জ্বলতার কে দাম দিত? জীবনের সঙ্কটগুলিও তেমন জানিও। কোনও অবস্থাকেই জীবনের সমস্যা বলিয়া জ্ঞান করিও না। প্রত্যেকটা সঙ্কট জীবনের এক একটা রূপান্তরের পট-ভূমিকা। দুঃখ আছে বলিয়াই ত তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ! মৃত্যু আছে বলিয়াই ত মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫৫)

যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। নিজের বলিয়া কিছুই রাখিও না, সবই বিশ্বের বলিয়া জানিবে, সবই বিশ্বের প্রয়োজনে রাখিবে, সবই বিশ্ববাসীর প্রয়োজনে দিবে। ধন দিবে, সম্পদ দিবে, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত দিবে। তখনই বিশ্বপতি তোমার অন্তরতম হইয়া তোমার হৃদয়ের সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। সেই রাজরাজেশ্বরকে যদি আপন রূপে পাইতে চাহ, তবে নিজেকে ও নিজের সর্ব্বস্ব নিঃশেষে তাঁহার পুত্রকন্যাদের জন্য বিলাইয়া দাও। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা, ব্যর্থতা।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫৬)

পত্নী স্বামি-বিরহে যেমন করিয়া কাঁদে, তুমি ভগবানের জন্য তেমন কাঁদা কাঁদ। শিশু মাতৃবক্ষচ্যুত হইয়া যেমন করিয়া কাঁদে, তুমি ভগ-

বানের জন্য যেমন কাঁদ কাঁদ। নিজেকে অসহায়, নিঃসম্বল, নিরাশ্রয় জানিয়া কাঁদ। নিজেকে অক্ষম, আতুর জানিয়া কাঁদ। তোমার চোখের জল তোমার সকল পাপ, সকল তাপ, সকল মালিন্য, সকল কলুষ, সকল কালিমা, সকল কলঙ্ক, সকল লালসা, সকল বাসনা, সকল লোভ, সকল কাম ভাসাইয়া লইয়া যাউক। কাঁদিয়া বুক ভাসাও, তোমার অশ্রু-বন্যায় তোমার সকল দর্প-দম্ভ, সকল অহঙ্কার ডুবিয়া মরুক, সকল গর্ব্ব নিশ্চিহ্ন হউক।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫৭)

ইন্দ্রিয়-সংযমের মতন কঠিন কাজ জগতে কিছুই নাই, এমন সহজ কাজও কিছু নাই। সুখলাভ যখন তোমার নিজের জন্য, ইন্দ্রিয়-সংযম তখন অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য, তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর, আত্ম-প্রীতি নহে।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫৮)

কলুষের পঙ্কে যে ডুবিয়াছে, তাহাকে টানিয়া তুলিবার জন্য হাত বাড়াও। তাহার ভিতরেও তুমি রহিয়াছ। তাহার অধঃপাত, তোমারও অধঃপাত ; কিন্তু নিজেকে তাহার গুরু বা রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া কোনও ভান রাখিও না। তাহার উদ্ধারে তোমার উদ্ধার, এই বোধ লইয়া তাহার জন্য সেবা-হস্ত প্রসারিত করিও।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৫৯)

তুমি নামরূপবর্জ্জিত নিরুপাধি ব্রহ্ম। তবু জগৎ তোমাকে চিনিবার জন্য নানা নাম দিয়াছে, তোমাতে নানারূপ আরোপ করিয়াছে। ইহাতে

তুমি সীমিত হও নাই। বরং তুমি যে অসীম, তোমার নামরূপের সীমা তাহারই করিতেছে ঘোষণা। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৬০)

তোমাদের প্রতিজনের প্রত্যেকটী সন্তান সৎসঙ্কল্পের মধ্য দিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করুক। একটী সঙ্কল্পের কত শক্তি, তাহা এই শিশুরা জগতে প্রত্যক্ষ করাইয়া যাইবে। যাহা তোমার শরীরে মাত্র একটী প্রসুপ্ত শুক্রকীট, যাহা তোমার পত্নীর গর্ভাভ্যন্তরে মাত্র একটী শক্তিহীন ভ্রূণ-পিণ্ড, তাহাই জগতে এক পরমাশ্চর্য্য শক্তির বিকাশ-বিগ্রহ রূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে কেবল তোমাদের জন্মদানকালীন একাগ্র সঙ্কল্পের প্রতাপে। লোকসংখ্যা কমাইয়া জগতের লোককে সমৃদ্ধিবান করিবার কল্পনা মিথ্যা। প্রতিটি পুত্রকন্যার আবির্ভাবের মূলে সুদৃঢ় সৎসঙ্কল্পের সুপ্রতিষ্ঠাই জগতে শান্তি ও ঋদ্ধির বনিয়াদ গাড়িবে।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৬১)

আমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে তোমাদের প্রতি জনের অন্তরে বিরাজ করিতেছি, তোমাদের প্রেম-বিগলিত চিত্তে প্রবলতর প্রেমের প্লাবন সৃষ্টি করিতেছি, মহাপ্লাবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গাভিঘাতে তোমাদের ভাসাইয়া ডুবাইয়া নাচাইয়া কাঁদাইয়া অনন্ত হইতে অনন্তে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছি,—ইহা উপলব্ধি করিবে শুধু সাধনের বলে। সাধন কর, কেবল সাধন কর। হাসিতে হাসিতে সাধন কর, কাঁদিতে কাঁদিতে সাধন কর, জাগিতে জাগিতে সাধন কর, স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সাধন কর, বাঁচিতে বাঁচিতে সাধন কর, মরিতে মরিতেও সাধনই করিয়া যাও।

(১লা ফাল্গুন, ১৩৬২)

পয়লা চৈত্রের বাণী

নিজের হৃদয় সকলের হৃদয়ে ঢালিয়া দাও,—তাপদগ্ধ জীব আপন জন চিনিয়া, আপন জনকে জানিয়া, আপন জনের প্রাণের স্পর্শ পাইয়া দুঃখ ভুলুক, শান্তিলাভ করুক ! সকলের বেদনা নিজের অন্তরে অনুভব কর,—নিরাশ্রয়েরা উল্লসিত হউক, আশ্বস্ত হউক, আশ্রয় পাইবার আত্ম-প্রসাদে ধন্য হউক।

(১লা চৈত্র, ১৩৩৭)

কাজ তোমাকে ডাকিতেছে। তুমি তোমার যোগ্যতা ও মহত্ত্বের অহমিকা নিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে ত চলিবে না। অহঙ্কার ছাড়, আলস্যও ছাড়। বিনীত বিনম্র মন লইয়া কাজের মতন কাজে হাত দাও। সেবার বুদ্ধি লইয়া কর্ম্মরণাঙ্গনে আত্মবলি দাও।

(১লা চৈত্র, ১৩৩৮)

সকলের মন সুন্দর হউক, স্বচ্ছ হউক, পবিত্র হউক। সকলের প্রাণ উদার হউক, উন্মুক্ত হউক, বিশাল হউক। সকলের আত্মা সকলের আত্মায় রমণ করুক। সকলে সকলকে অন্তরতম আত্মীয় জানিয়া ভালবাসুক। সকলের পাপ সকলে ক্ষালন করুক, সকলের দোষ সকলে সংশোধন করুক, সকলকে লইয়া সকলে সুখের নিকেতন গড়িয়া তুলুক,—জগৎ হইতে ভেদ-বিচ্ছেদ দূর হউক।

(১লা চৈত্র, ১৩৩৯)

গ্রহ-নক্ষত্রের ভরসায় বসিয়া থাকিও না। কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়-বিলয় যাঁহার কটাক্ষে হইতেছে, সর্ব্বশক্তি দিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হও।

(১লা চৈত্র, ১৩৪০)

হুজুগ তোমার সুযোগ সৃষ্টি করুক। হুজুগ যেন হুজুগেই পর্য্যবসিত না হয়। যে বন্যায় মাটির বুকে পলি জমে না, তাহা বন্ধ্যা।

(১লা চৈত্র, ১৩৪১)

শেষ কেবল শেষই নহে, ইহা প্রারম্ভও বটে। বিনাশ কেবল বিনাশই নহে, ইহা সৃষ্টিও বটে। আরম্ভে আর পরিসমাপ্তিতে পার্থক্য শুধু দেখিবার ভঙ্গীর মধ্যে। যাহা আদি, তাহাই অন্ত; যাহা চঞ্চল, তাহাই স্থির। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা,—ইহাই যোগ। ইহাই মানব-জীবনের চরম সাধনা, ইহাই পরম প্রাপ্তি। দ্বৈতের দ্বন্দ্ব ভুলিয়া যাও,—সকল বিপরীত সত্যকে এক অদ্বিতীয় অদ্বৈতে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হও। সর্ব্বজীবকে সুখী করিবার ইহাই উপায়, সর্ব্বশক্তিকে সার্থক করিবার ইহাই পথ, সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের ইহাই অভ্রান্ত কৌশল।

(১লা চৈত্র, ১৩৪২)

আকাঙ্ক্ষা যখন হইয়াছে, তখন তাহা পূরণও হইবে। কোনও আকাঙ্ক্ষাই তোমার অপূরণ থাকিবে না। এই কারণেই আকাঙ্ক্ষা করিবার আগে শতবার হিসাব করা প্রয়োজন। যাহা চাহিবে, তাহাই ত পাইবে। কিন্তু তাহা পাইয়া তোমার কি লাভ হইবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবে না? পরস্পর বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অবিরাম করিতেছ বলিয়াই না তোমার জীবনে সুখ আসিল না!

(১লা চৈত্র, ১৩৪৩)

সগুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ না নির্গুণ সাধনা শ্রেষ্ঠ, ইহা লইয়া তর্ক-বিচার করিয়া কালাপহরণ করিও না। যাহার যেরূপ ভাবে সাধনা করিতে স্বাভাবিক আকর্ষণ, সে সেই ভাবেই কাজ আরম্ভ কর। সাধন করিতে করিতেই তোমার পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবে। সাধন যাহারা করে, বৃথা তর্কে সময় কাটাইবার যাহাদের রুচিও নাই, অবসরও নাই, তাহারা দুদিন পরেই দেখিতে পায় যে, সগুণ আর নির্গুণ দুইটা আলাদা আলাদা নাম মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে নির্গুণ ছাড়া সগুণ নাই, সগুণ ছাড়াও নির্গুণ নাই। দৃষ্টান্ত যেমন, আলোর মধ্যেও অন্ধকার আছে, অন্ধকারেও আলো আছে।

(১লা চৈত্র, ১৩৪৪)

তোমার হিতৈষীরা তোমাকে যে সদুপদেশ সমূহ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে হয়ত ভুল থাকিতে পারে। কারণ, ভ্রমহীন মানব জগতে কয় জন? কিন্তু এই কারণেই তাঁহাদের প্রতি শত্রু-ভাব পোষণ করা অসঙ্গত। বিশ্বের সকলকে আপন বলিয়া জানাই যাহার জীবন-ব্রত, সে যদি কেবলই পরের দোষানুসন্ধান করিতে থাকে, তাহা হইলে আপন জনেরাই সবাই পর হইয়া যাইবে, পরকে আপন করা ত অনেক দূরের কথা।

(১লা চৈত্র, ১৩৪৫)

পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় হইতেছে নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া। বিদেশকে স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করিবার উপায় হইতেছে বিদেশবাসীকেও স্বদেশবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া। বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মী করিয়া লইবার উপায় হইতেছে, তাহার ধর্ম্মকে পরধর্ম্ম বা ভয়াবহ বলিয়া বিদ্বেষ না করা। দেশ, জাতি,

ধর্ম্ম মানুষে মানুষে যত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, সব দূর করিবার উপায় স্বীকৃতি, গ্রহণ ও প্রেম।

(১লা চৈত্র, ১৩৪৬)

সংসার ভগবানের। সংসারের প্রতি জনের সেবা দ্বারা তুমি ভগবানেরই সেবা করিতেছ, এই প্রত্যয়ে সুস্থির থাকিয়া কাজ কর। দেখিও, সংসার তোমার বন্ধনের কারণ না হইয়া বরং বন্ধন-মুক্তির কারণ হইবে। শুধু তাহাই নহে, নিজের সংসারকে ভগবানের সংসার বলিয়া যে অনাসক্ত ও নিষ্কাম সেবা দিতে পারে, সে সংসারের সকলের বন্ধনদশা দূর করিয়া প্রতিজনকে মুক্তির অনাবিল আনন্দ বিতরণ করে।

(১লা চৈত্র, ১৩৪৭)

সংসারের মধ্যে ভগবানকে এমন ভাবে বসাও যেন তাঁহারই প্রভুত্ব সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তোমার অহং যেন মরিয়া ডুবিয়া নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া যায়। তাহা হইলেই তুমি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। গৃহী হইলেই কেহ পচিয়া যায় না, সন্ন্যাসী হইলেই কেহ স্বর্গ পায় না। বাসনার বন্ধন হইতে মুক্ত হও, আর ইহা হইলেই জীবন সন্ন্যাসীর জীবন।

(১লা চৈত্র, ১৩৪৮)

মন লাগাইয়া রাখ নামে। হাত লাগাইয়া রাখ কাজে। বিরাম-বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।

(১লা চৈত্র, ১৩৪৯)

দেওঘর, মধুপুর বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার সময়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা হইতে শুরু করিয়া টমি কুকুর আর বাড়ীর মেনি বিড়ালটী পর্য্যন্ত সকলকে লইয়া

যাও, কারণ ডাক্তার বলিয়াছেন, তোমার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দেশান্তর-স্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু তোমার উপাসনার সময়ে কি ইহাদের সকলকে তোমার সহিত ডাক? তোমার আত্মিক কুশলের আবহাওয়া-বদলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনের সময়ে ইহাদিগকে সঙ্গছাড়া কেন কর? কেন তখন একলা সাধন কর?

(১লা চৈত্র, ১৩৫০)

স্থানীয় অবস্থা এবং সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদ বুঝিয়া নিজ নিজ কর্ম্মপন্থা বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা আমি তোমাদের দিয়াছি। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই বা কোনও প্রয়োজনে পড়িয়াই তোমরা সুরুচি, সন্নীতি ও সদাচারের মস্তকে লগুড়াঘাত হানিয়া কোনও কর্ম্ম-পন্থা অবলম্বন করিতে পার না। যাহা জ্ঞানী ও সৎলোকের নিকটে সমাদৃত, তাহা অজ্ঞানদের নিকটে অনাদৃত হইলেও উহাই তোমাদের গ্রহণীয় জানিও।

(১লা চৈত্র, ১৩৫১)

মৃত্যুকে যে চিনিয়াছে, অমৃতত্বকে সে পাইয়াছে। মৃত্যুকে ভয় করিও না। তাহাকে চিনিতে চেষ্টা কর। সে কেবলই ভয়ঙ্কর নহে, সে সুন্দরও।

(১লা চৈত্র, ১৩৫২)

যতক্ষণ সত্যভ্রষ্ট না হইতেছ, ততক্ষণ জগতের কাহাকেও ভয় করিবার তোমার কিছু নাই। যেই মুহূর্ত্তে সত্যভ্রষ্ট হইলে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি নিজেই নিজের কাছে ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইলে, অপরকে ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিবার আর অবসর কৈ?

(১লা চৈত্র, ১৩৫৩)

এখানে মন্দির, সেখানে মন্দির কেবলই ত স্থাপন করিয়া যাইতেছ। এখানে এই দেবতা, সেখানে সেই দেবতা কেবলই ত প্রতিষ্ঠা করিতেছ। এখানে এই উৎসব, সেখানে সেই উৎসব কেবলই ত করিয়া যাইতেছ। কিন্তু সত্যিকারের পূজারী কোথাও সৃষ্ট হইল কি? পূজারীহীন মন্দির যে চামচিকার বাসায় পরিণত হয়! সাধকবিহীন দেবতা এক টুকরা কাঠ, মাটি আর পাথরের দাম মাত্র পায়। নিজের দেহ-মন্দির আগে শুচি কর, শুদ্ধ কর,—তখন দেখিবে, অন্তরের মণিময় সিংহাসনে সেই পরম-জ্যোতির্ম্ময় দেবতা বসিয়া আছেন, যাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় না, যিনি নিত্য স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ, কোটি সূর্য্য যাঁহার কাছ হইতে দীপ্তি পাইয়া দীপ্তিমান, তেত্রিশ কোটি দেবতা যাঁহার চরণ-নখর-কোণের সঞ্জীবনায় প্রাণবান্। কেবলই হুজুগে চলিও না, লক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখ।

(১লা চৈত্র, ১৩৫৪)

সংগঠন চালাইয়া যাও। অর্থাৎ প্রতি জনের ভিতরেই যে বিশ্ববাসী সকলের একটী আপনার জন অতুল স্নেহ লইয়া বসিয়া আছেন, এই কথাটা প্রতি জনকে কেবল শুনাইয়া যাও। ইহাই প্রকৃত প্রচার, ইহাই প্রকৃত সঙ্ঘ-বিস্তার।

(১লা চৈত্র, ১৩৫৫)

সকলের অন্তরে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখ। শিবরাত্রির ক্ষুদ্র সলিতা যেন নিবিয়া না যায়। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গরূপে জ্বলিয়া থাকিলেও প্রয়োজনের সময়ে সে দাবানল সৃষ্টি করিতে পারে। ক্ষুদ্র একটী সাত্বিকতা-কে ব্রহ্মদর্শনের পরম প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য সহায়িকা জ্ঞান করিয়া অন্তরে অন্তরে কেবল উৎসাহ-তৈল-সিঞ্চনে জীয়াইয়া রাখ। ধর্ম্মের একটী কণাও মহৎ ভয় নিবারণ করে। জানিও, অফুরন্ত আশাই ধর্ম্মের বিচ্ছিন্নতা।

যতই ক্ষীণা হউক, কাহারও আশা যেন নিষ্প্রাণ হইয়া নিবিয়া না যায়। যতই ক্ষীণা হউক, যে-কোনও প্রথম সুযোগে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহা-জ্যোতিতে পরিণত সে হইতে পারে।

(১লা চৈত্র, ১৩৫৬)

জগতের সহস্র সহস্র লোককে ত স্বর্গের সিঁড়ি দেখাইতেছ। কিন্তু নিজে যদি সেই সিঁড়ির দুই চারিটা ধাপও উঠিতে না পার, তাহা হইলে তোমার জগৎ-কল্যাণ-প্রয়াসের বিরাট আড়ম্বর সবই ত বেকার হইয়া বেকায়দায় পড়িয়া যাইবে!

(১লা চৈত্র, ১৩৫৭)

অপরের বদ্ধমূল কলুষিত পাপ-সংস্কারের সংশোধন ত করিতেছ। নিজের ভিতরের বদ্ধমূল লালসাকে ত হঠাইবার জন্য কিছুই করিতেছ না। বাসনার দুর্ব্বার স্রোতে গা ভাসাইয়া শেষ ফল এই হইবে যে, তোমার তরী আর ইহজন্মেও কূলে ভিড়িবে না, চঞ্চল উদ্দাম ঘূর্ণি-পাকে ঘুরিতে ঘুরিতেই জীবনের পরমায়ু নিঃশেষিত হইবে।

(১লা চৈত্র, ১৩৫৮)

পাপের সহিত আপোষ করাকে উদারতা জ্ঞান করিও না। অন্যায়ের সহিত রফা করিতে যাওয়াও এক অন্যায় জানিও। পুণ্যের সহিত পাপের খাদ মিশাইতে মিশাইতে পুণ্য ক্রমশঃ ম্লান হইয়া পড়িতে থাকে। যে ছিল সূর্য্যের মত উজ্জ্বল, সে দেখিতে না দেখিতে ঘন-কাদম্বিনীর ছায়াতলে পড়িয়া নিষ্প্রভ হইয়া যায়। ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে আসিয়া বেপরোয়া হইয়া চলিও না। প্রতি পদক্ষেপে হিসাব তোমার ঠিক রাখিও। দুই চারিবার পদস্খলনে মানুষের কিছুই হয় না, ইহা সত্য। পড়িতে পড়িতেই

মানুষের মত মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পতনের সম্ভাবনাকে সর্ব্বপ্রযত্নে এড়াইয়া চলিও। পাপ করিয়া তাহাকে পুণ্য বলিয়া ব্যাখ্যা দিও না, কেননা তাহাতে আত্মবঞ্চনা হইবে এবং তুমি নিজের কাছে নিজে ছোট হইয়া যাইবে।

(১লা চৈত্র, ১৩৫৯)

স্বার্থের খাতিরে যে তোমার সমাদর করে, স্বার্থের পরিধির বাহিরে প্রতিটি বাক্যে ও ব্যবহারে সে তোমাকে অবজ্ঞাই করিয়া যাইতেছে। কিন্তু তোমার লালসান্ধ আঁখি সেই অবজ্ঞা, সেই অবহেলা দেখিয়াও দেখিতে অক্ষম। এই জন্যই বারংবার একই পাষাণে মাথা-কপাল খুঁড়িতেছ এবং প্রতিবার সান্ত্বনাহীন ব্যর্থতা চয়ন করিয়া ক্ষুব্ধ মনে ঘরে ফিরিতেছ। এবার সঙ্কল্প কর যে, নিজের ঘরেই স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে, সুখ-পিপাসায় ভুবন ভরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তি আহরণ করিবে না। আপন ঘরে স্থির হইয়া বসিলেই দেখিবে, বিশ্বের সকল প্রেম-ঘন বিগ্রহ একটী মহাবিগ্রহে পরিণত হইয়া তোমার হৃদয় আলো করিয়া বসিয়াছেন এবং স্মিতহাস্যে কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্‌ভাসিত করিয়া দিয়া তোমার আপনার আপন হইয়াছেন।

(১লা চৈত্র, ১৩৬০)

কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন-বিলয় যাঁহার একটী কটাক্ষে, তুমি তাঁহার সন্তান। নিজেকে তুমি কখনও ছোট বলিয়া ভাবিও না। ঐ ক্ষুদ্র পিপীলিকা, ঐ নীচ হীন অন্ত্যজ, সেও তাঁহারই সন্তান। তাহাকেও তুমি ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। সে তোমার ভাই।

(১লা চৈত্র, ১৩৬১)

সংসারী হও, সন্ন্যাসী হও, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লইয়া তোমার সংসার। ক্ষুদ্র একটী আসক্তির আকরে নিজেকে ডুবাইয়া দিও না। তোমার আসক্তি, প্রসক্তি, অনুরক্তি ও শক্তি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের প্রাণ-স্পন্দনকে স্নেহ-পরশে ঘেরিয়া ধরুক। সবাই তোমার আপন হউক।

(১লা চৈত্র, ১৩৬২)

(সমাপ্ত)